অন্নদা-জীবনী।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর

স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয়ের

জীবনবৃত্ত

কলিকাতা

১৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে প্রকাশিত।

১৩১৪ সাল

মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র

শুদ্ধি-পত্র।

অসাবধানতা বশতঃ এই পুস্তিকায় কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকগণ সহজেই শুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবেন কেবল নিম্নে নামের বর্ণাশুদ্ধি কয়টী সংশোধিত হইল—

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	শেষ	কবি	কেবি
,,	,,	মার্গম্যান	মার্সম্যান
৫	১৩	গবর্ণর	গবর্ণমেণ্ট
২৫	৭	মসে	মুসে
২৬	৮	মুমে	মুসে
২৭	১০	হ্যা লিবরি	হ্যালিবরি

স্থিত্বা ভবচ্চরণপঙ্কজসন্নিধানে

বিদ্যা বরা গুরুবরার্থকরী হি লব্ধা।

অপ্যক্ষিমার্গপরগং তবপাদপদ্মং

সন্তিষ্ঠতেঽনবরতং মম হৃৎসরস্যাং ॥

বিজ্ঞাপন।

যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া, বাগচী মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই এতদিন "শিক্ষা ও সাহিত্যে" ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতেছিল। তাঁহার প্রধান প্রধান ছাত্রবর্গের নিকট হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক ঘটনা জানিতে পারিব আশা করিয়াছিলাম কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে এক্ষণে তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বাবু এবং আর দুই একজন ব্যতীত অন্য কেহই বিশেষ সাহায্য করিলেন না। যাহা হউক কোনরূপে বাগচী মহাশয়ের জীবনী সমাপ্ত হইল। যেরূপ হওয়া উচিত তেমনটী হইল না। অন্য দেশে হইলে এরূপ সর্ব্বজনপূজ্য শিল্পগুরুর স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার কত আয়োজন হইত, কিন্তু এ বঙ্গদেশে তাহা আশা করা অসম্ভব। আমরা হৃদয়ের আবেগ লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া যাহা লিখিলাম, তাহা তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন নহে। ইহা আমাদের হৃদয়ের রোদন মাত্র।

অন্নদা-জীবনী।

প্রথম অধ্যায়

শ্রীভগবানের বিধি এই যে, এই বিশ্বে মানবগণ কোন না কোনও আদর্শ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক, আপনাকে গঠিত করিয়া, বিশ্বেশ্বরের কার্য্যে সহায়তা করিবে সাধুগণ স্ব স্ব শ্রীগুরুচরণ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন আপন জীবনের লক্ষ্য জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব জীবন গঠিত করিয়া থাকেন অসাধুগণও স্ব স্ব উদ্দেশ্যরূপ গুরু নির্ণয় করিয়া তাঁহারই পদাঙ্কের অনুগমন পূর্ব্বক জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া থাকে। এ সংসারে গুরু নহিলে মানবের চলে না যে মানব সৌভাগ্য ক্রমে উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণ সেবা পূর্ব্বক, অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই অভীষ্ট লাভ করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারেন

গুরু যেমন আদর্শ স্বরূপ সম্মুখে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে পরিচালিত করিয়া থাকেন, প্রাচীন মহাজনগণও

তেমনি স্ব স্ব জীবনের কাহিনী আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া গুরুর স্থানিয় হইয়া থাকেন মহাজনগণের জীবন কাহিনির মহিমা সকল সভ্যজাতিয়গণই বুঝেন, এই জন্য সকল দেশেই জীবনচরিত রচিত হইয়া রক্ষিত আছে

বিদেশিয়ের জীবনী অপেক্ষা, স্বদেশিয়ের জীবনী এই উদ্দেশ্যে অধিক প্রয়োজনীয়। সকল দেশের লোকের অসুবিধা সমান নহে; আবার একই প্রকার অসুবিধা, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে অন্তরিত হইয়া থাকে; এই জন্য কোনও দেশে কোন ব্যক্তি কোনও বিষয়ে উন্নত হইবার সময়ে যে সকল বাধা বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলে, সেই বিষয়ে উন্নতিলাভেচ্ছু ব্যক্তি সেইরূপ বিপত্তিতে সেইরূপে চেষ্টা করিয়া সহজেই সফলকাম হইতে পারেন ইহাই জীবনী পাঠের প্রধান ফল

সুকুমার কলাসমূহের মধ্যে চিত্রবিদ্যা একটি প্রধান কলা এই কলাশাস্ত্রে সুদক্ষ হইতে হইলে, একাগ্র ভাবে মহাসাধনার একান্ত প্রয়োজন! সে

মহাসাধনা কিরূপে করিতে হয়, তাহা চিত্রকরগণের জীবনী আলোচনা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে বাগচী মহাশয় বঙ্গের চিত্রকর কুলগুরু। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যার সাহায্যে অধঃপতিত প্রাচ্য চিত্রবিদ্যার পুনরভ্যুদয় চেষ্টা করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে * তাঁহার জীবনী ধীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তিনি বহু বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া কিরূপে আজীবন শিল্পসেবায় সময় ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, কিরূপেই ধীরে ধীরে উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়া দেশে চিত্রবিদ্যার যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন

অতি পুরাকালের কথা বলিতেছি না তখন ভারতে চিত্র প্রভৃতি বিবিধ শিল্পের যে প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই, কারণ ভারতের দিগ্‌দিগন্তে আজিও সেই প্রাচীনতম শিল্পনিচয়ের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

---

* শ্রদ্ধাস্পদ ৺গঙ্গাধর দেব ব্যতীত আর কেহই ইতিপূর্ব্বে তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্পী বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন না তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 'শিল্প ও সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে

কিন্তু মুসলমানরাজত্বসময় বিশেষতঃ মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে যখন ভারত বিপ্লবে বিব্রত, সেই সময়ে শিল্পের বিশেষ হীনাবস্থা উপস্থিত হয় তারপর ইংরাজগণ ধীরে ধীরে ভারত করতলগত করিতে আরম্ভ করিলে, আবার ভারতবর্ষে শান্তি সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হয় ভারতবর্ষে শিল্প প্রভৃতি লুপ্ত বিদ্যার চর্চ্চা পুনরায় আরম্ভ হয় সেই অবধি প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসা, জ্যোতিষ, দর্শন, বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতির চর্চ্চা ও পুনরভ্যুদয় ক্রমেই হইতেছে আশা করা যায়, কালে সকলই পূর্ব্বানুরূপ হইবেক

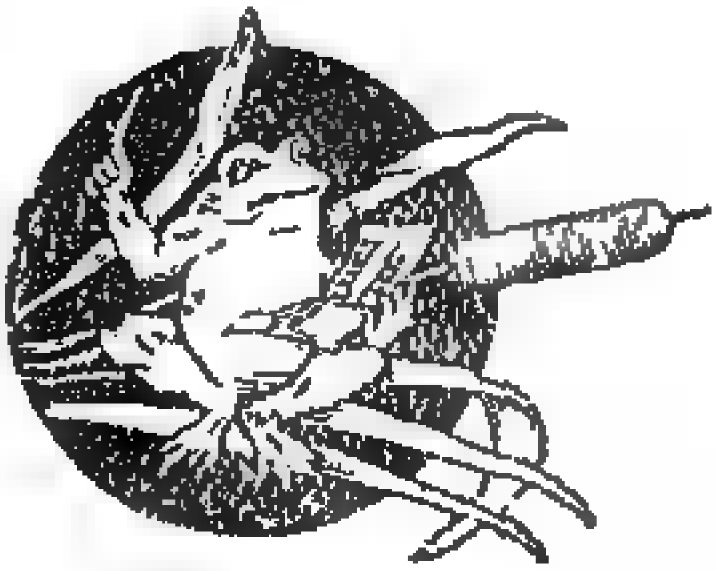
খ্রীষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয় লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশশালার বন্দোবস্ত করিলেন তাঁহারই সময়ে মুনসেফ, সদর আমিন, রেজিষ্টার, জেলাজজ, আপিল আদালত ও স্থানে স্থানে অপরাপর আদালত সংস্থাপনের সূত্রপাত হয় লর্ড ওয়েলেসলির আধিপত্য সময়ে যদিও চতুর্দ্দিকে সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের যথেষ্ট উন্নতি সেই সময়েই সাধিত হয় করি, মার্শম্যান ওয়ার্ড প্রভৃতি মহোদয়গণ, বঙ্গ দেশের

বিশেষতঃ বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নেই শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও তাহাতে বাঙ্গালীর হৃদয়ের রত্ন কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রথম মুদিত হইয়া প্রচারিত হয়।”

নিরন্তর যুদ্ধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াও মার্কুইস অব হেষ্টিংস ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভারতে বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা, শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ায় বিদ্যামন্দির স্থাপিত হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের সুবিধার জন্য স্কুলবুক সোসাইটি সংস্থাপিত হইয়াছিল। হেয়ার, হ্যারিংটন, হাইড প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ, ঘরে ঘরে বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন বাঙ্গালা গেজেট ও সমাচারদর্পণ প্রচারিত হইয়াছিল এবং গবর্ণর পত্রিকা প্রচারের সুবিধার জন্য ডাকমাশুলের হ্রাস করিয়াছিলেন

লর্ড বেন্‌টিঙ্কের সময়ে শিক্ষার আরও সুবন্দোবস্ত হয় তাঁহারই শাসন সময়ে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পর ভারতের চারিদিকে কিয়দ্দিন তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল। সেই অশান্তির

সময়ে শান্তি স্থাপনার্থ খ্রীঃ ১৮৪৮ অব্দে লর্ড ডেলহৌসি ভারতের গবর্ণর জেনেরল হইয়া শুভাগমন করেন কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শান্তিতে রাজ্যশাসন ঘটে নাই যদিও ডেলহৌসীর শাসন সময়ে বিবিধ অশান্তিকর ব্যাপার ঘটে, তথাপি এই সময়েই বঙ্গদেশের নানা বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল তাঁহারই সময়ে বঙ্গভূমে ভারতের প্রথম রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। তাঁহারই সময়ে ভারতবর্ষের প্রথম শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই শাসনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীঃ ১৮৪৯ অব্দের ২২এ মার্চ্চ বঙ্গের শিল্পীকুল-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল



দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্মপত্র।

আজ যিনি বঙ্গের অদ্বিতীয় চিত্রকর বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ, ইংরাজ রাজত্বের বহু পূর্ব্বে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে, বগুড়া হইতে আগমন পূর্ব্বক গোবিন্দপুরে বাস করেন।

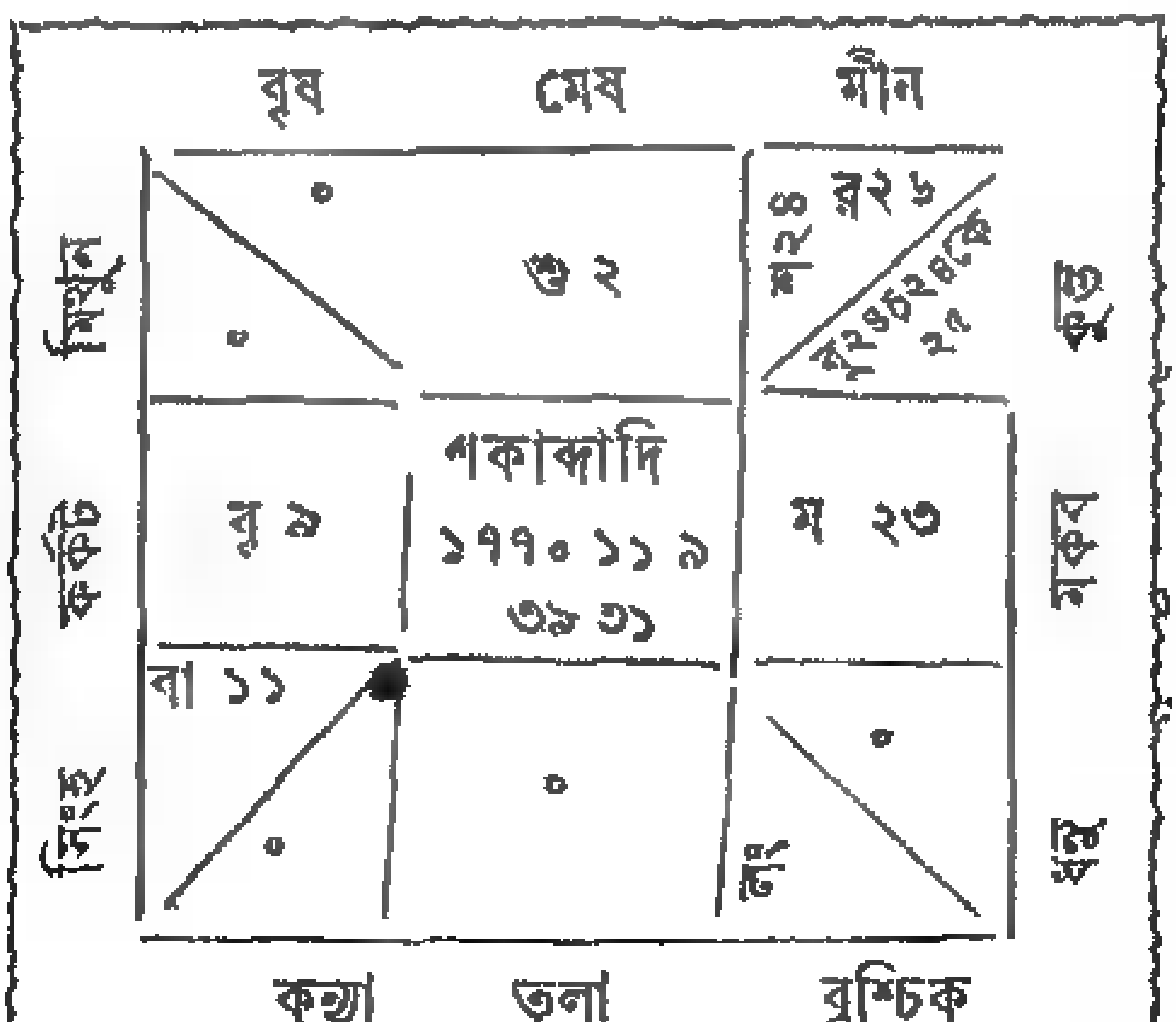
গোবিন্দপুরে যখন ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মিত হয় তখন তাঁহারা আপনাদিগের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া পাথুরেঘাটা সন্নিধিতে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন নবাব সরকারে কার্য্য করা উপলক্ষে, তাঁহারা "ঠাকুর সরকার" নামে অভিহিত হইতেন। ইহাঁরাই নূতনবাজারের সরকার গোষ্ঠী।

কলিকাতার দক্ষিণে বারুইপুর নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে সেই গ্রামের নিকটে শিখরবালি নামক গ্রামে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন গ্রামস্থ লোকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত সেই ব্রাহ্মণের মৃন্ময়ী নামে একটি কন্যা ছিল। নূতন বাজারের ,সরকারগোষ্ঠির রাম নৃসিংহ

বাগচী মহাশয়ের পুত্র চন্দ্রকান্ত বাগচী মহাশয়ের সহিত সেই কন্যার বিবাহ হয়

চন্দ্রকান্তপত্নী মৃন্ময়ী দেবীর গর্ভে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন

শিখরবালি গ্রামে, মাতামহাশ্রমে সন ১২৫৫ সালের ১০ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, বারুণীর দিনে খ্রীঃ ১৮৪৯ অব্দের ২২এ মার্চ্চ রাত্রি নয় দণ্ডের পর তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার জন্মসময়ের রাশিচক্র অঙ্কিত হইল। ঐ সময়ে বৃহস্পতি ও মঙ্গল স্ব স্ব তুঙ্গ



গৃহে অবস্থিত ছিলেন, সৈংহিকেয়ও সিংহ রাশি আশ্রয় পূর্ব্বক তুঙ্গস্থ ছিলেন, ইহাঁরা সকলেই তাঁহার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের সূচক।

যাঁহারা আমোদের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাগচী মহাশয়ের জন্মকালের ঐ চক্রটি আলোচনা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইবেন

জন্মশকাব্দাদি ১৭৭০।১১ ৯ ৩৯ ৩১, তদ্দিনে অয়নাংশাদি ২০ ১৫ ৫১ শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্মত সিদ্ধান্তরহস্য মতে গ্রহাদির তাৎকালিক স্ফুট রাশ্যাদি

রবি	১১	১০	২৯	৪০
চন্দ্র	১০	১৭	১২	৩৯
মঙ্গল	৯	২৮	৮	৪৯
বুধ	১০	১২	৫৫	২৮
বৃহস্পতি	৩	২১	৫২	২
শুক্র	০	২৪	২২	৫৫
শনি	১১	৬	১৬	৫৬
রাহু	৪	২১	২০	২১
কেতু	১০	২১	২০	২১

লগ্ন	৭। ১	১	
দশম	[illegible]	৪	৩৭

যাঁহারা এই চক্র বিচার করিয়া আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উল্লিখিত স্ফুটারি হইতে ভাবচক্রাদি প্রস্তুত করিয়া বিচার করিলে অনায়াসেই প্রীত হইতে পারিবেন। আমরা এই স্থলে বিস্তৃতভাবে কোষ্ঠীর আলোচনা করিব না সে ভার তাঁহাদের উপরেই রহিল, তাঁহারা দেখিবেন যে তৃতীয়স্থ তুঙ্গী কুজ এবং নবমস্থ অথচ দশম সন্নিহিত গুরু, বাগচী মহাশয়ের জীবনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, ঋষিনির্দ্দিষ্ট বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তির "গম্ভীরপিঙ্গলোচ্চদৃক্" কি প্রকার ? "বিস্তৃতপীতদেহ" কি প্রকার ?

জ্যোতিষশাস্ত্রামোদীগণ যখনি দেখিবেন, নবমে বৃহস্পতি রহিয়াছেন, আর সেই নবমের অধিপতি চতুর্থ স্থানে বিরাজিত, অমনি তাঁহাদের মনে পড়িবে

"গুরুণা সংযুতে ভাগ্যে তদীশে কেন্দ্ররাশিগে।
বিংশবর্ষাৎ পরশ্চৈব বহুভাগ্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

আবার যখন দেখিবেন, আয়স্থান বুধের ক্ষেত্র তখনি মনে পড়িবে—

'সৌম্যে কাব্যকলাকলাপবিধিনা শিল্পেন লিপ্যাবণিক্
লোকৈঃ ক্লীবজনৈর্ধনৈর্ধনচয়ং সৎসাহসৈরুদ্দামৈঃ।

বুধকে শনি গৃহস্থিত দর্শন করিয়া, বরাহমিহিরা-
চার্য্যের "শিল্পবুদ্ধিধনবান বিষ্টিকরো বুধোহর্কজক্ষে"
বাক্যটি মনে পড়িবে

আবার যাঁহারা চমৎকার চিন্তামণির মধুর
পদাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা চতুর্থ গৃহে
চন্দ্রকে দেখিয়া বলিবেন

'যদা বন্ধুগো বান্ধবৈরত্রিজন্মা
নৃপদ্বারসর্ব্বাধিকারী সদৈব
বয়স্যাদিমে তাদৃশং নৈব সৌখ্যং
সুতস্ত্রীগণাত্তোষমায়াতি সম্যক্ "

মঙ্গলকে তৃতীয় স্থানে দেখিয়া বলিবেন—

"কুতো বাহুবীর্য্যং কুতো রাজ লক্ষ্মীঃ
তৃতীয়ো ন চেন্মঙ্গলো মানবানাং
সহোত্থব্যথাং ভণ্যতে কেন তেষাং
তপশ্চর্য্যয়া চোপহাস্যং কথং স্যাৎ "

আবার বুধকে চতুর্থে দেখিয়া বলিবেন—

"চতুর্থেচরেচ্চন্দ্রজশ্চাকমিত্রো
বিশেষাধিকক্ষ্মুমিনাথাং গণস্য

ভবেল্লেখকো লিখ্যতে বা তদুক্তং
তদাশাং বৈঃ পৈতৃকং সোধনঞ্চ।"

'ভবেৎ লেখকঃ" তাই তিনি লেখক (চিত্রকর) হইয়াছিলেন; আর "লিখ্যতে বা তদুক্তং' তাঁহার উক্তির অনুসরণ করিয়া অন্য অনেকে লিখিতে শিখিয়াছেন

বৃহস্পতিকে ধর্ম্মস্থ দেখিয়া বুঝিবেন

"চতুর্ভূমিকং তৎগৃহং তস্য ভূমি-
পতের্ব্বল্লভো বল্লভা ভূমিদেবাঃ
গুরৌ ধর্ম্মগে বান্ধবাঃ স্থাবিনীতাঃ
কথা ন স্বতো ধর্ম্মবৈগুণ্যকারী"

কিন্তু যদিও বৃহস্পতি জন্মলগ্ন হইতে, নবম রাশিস্থ বটেন, তথাপি তিনি স্ফুটকর্ম্মভাবে অবস্থিত এই জন্য তাঁহার জীবনে কর্ম্মভাবস্থ গুরুর ফলও ফলিয়াছে।

জ্যোতিঃশাস্ত্রামোদী যখন দেখিবেন, নবমের অধিপতি চতুর্থ স্থানে রহিয়াছেন, তখনি মনে হইবেক এইত চন্দ্রপ্রভাযোগ, আবার তৎপরেই দশমাধিপতিকে পঞ্চমস্থানে দেখিয়া মনে মনে বলিতে থাকিবেন

"দশম ভবন নাথঃ কেন্দ্রকোণে ধনে বা।
বলবতি যদি জাতঃ ক্ষেত্রসিংহাসনে বা

স ভবতি নরনাথো 'বহুবিখ্যাতকীর্ত্তিঃ
মদগলিতকপোলৈঃ সদ্গজৈঃ সেব্যমানঃ।''

এদিকে লগ্নপতিকে তৃতীয়স্থানে দেখিয়া "লগ্নেশে সহজে মানী সিংহতুল্যপরাক্রমী।" ধন স্থানের অধিপতিকে নবম স্থানে দেখিয়া "ধনেশে নবমে লাভে ধনবাহৃদ্যশীলপটুঃ" তৃতীয়াধিপতিকে পঞ্চমে দেখিয়া 'তৃতীয়েশে সুখে, কর্ম্মে, পঞ্চমে বা সুখী সদা' চতুর্থাধিপতিকে পঞ্চমে দেখিয়া 'তুর্য্যেশে পঞ্চমে ভাগ্যে সুখী সর্ব্বজন প্রিয়ঃ বিষ্ণুভক্তিরতো মানী স্বভুপার্জিত বিত্তবান।" ইত্যাদি পরাশর বাক্য স্মরণ হইবেক

শুনা যায় বাগচী মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় রাম নৃসিংহ বাগচী মহাশয় জ্যোতিঃ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি, এই সুলক্ষণযুক্ত রাশি চক্রের ফল বিচার পূর্ব্বক, স্বীয় পৌত্রের ভাবী সৌভাগ্য অনিবার্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যকাল

খ্রীঃ ১৮৪৯ ১৮৬৪ অব্দ

সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কালচক্র নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে সেই আবর্ত্তনের ফলে জগতে নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে, খ স্তলচারী গ্রহগণ সেই সকল পরিবর্ত্তনের সূচক হইয়া গগন-পথে পরিভ্রমণ করিতেছেন যে সময়ে কর্ম্মবীরগণের জন্মের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, সেই সময়ে গ্রহগণও অনুরূপ গৃহে অবস্থিত হইয়া, তাঁহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার উপযুক্ত ক্ষণ নির্দ্দেশ করেন এই জন্য, আমরা, এক এক সময়ে এক এক দেশে অনেক বড় লোকের আবির্ভাব দেখিতে পাই

যে সময় বাগচী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে, এদেশে অনেক বড় লোক জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এ দেশীয় লোকদিগের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনেক মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন এখন তাঁহারা

একে একে নিজ নিজ কার্য্য শেষ করিয়া বিশ্বপাতার আদেশে আবার এ মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিতেছেন।

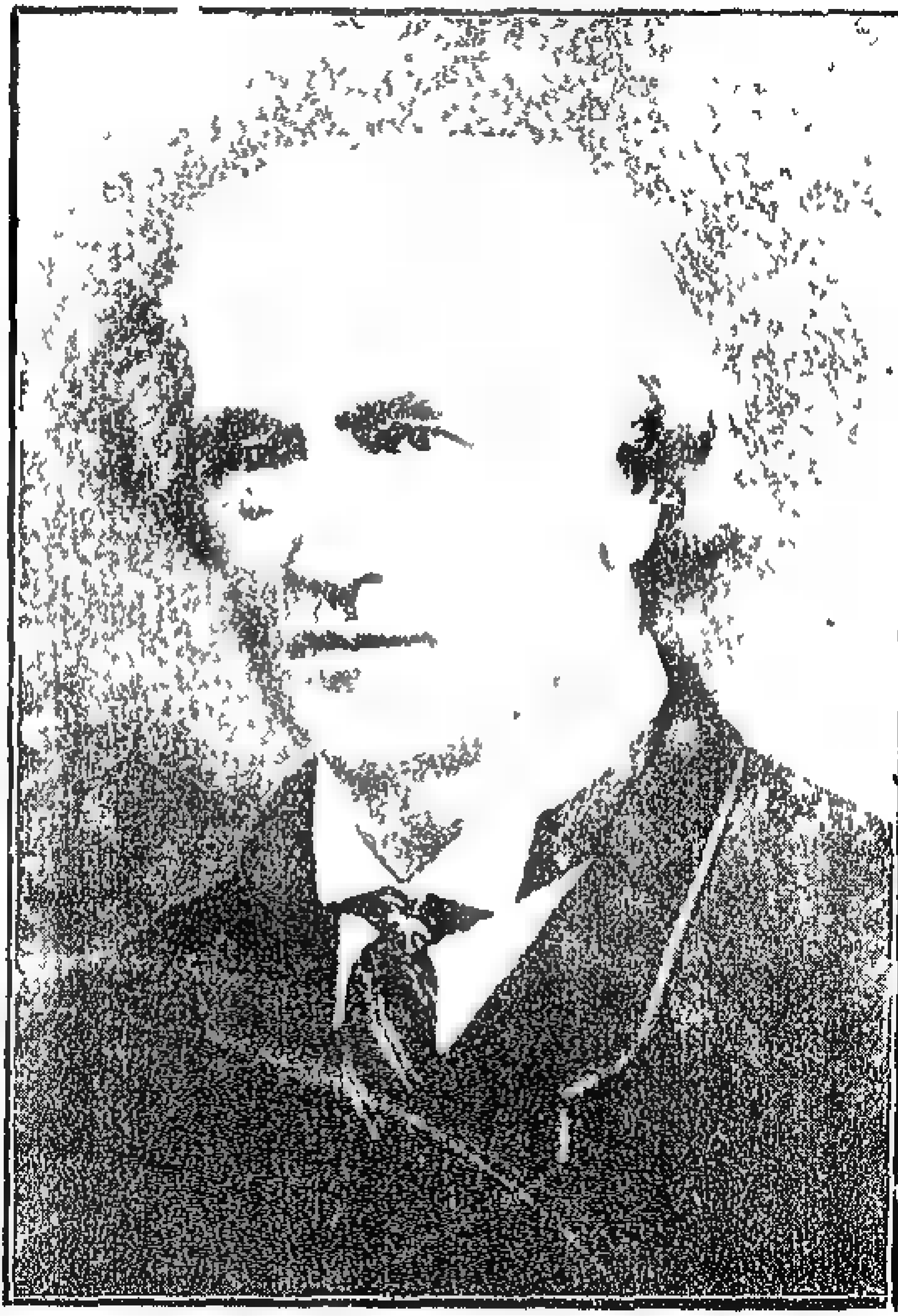
বাগচী মহাশয়ের শৈশব সময়ে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং যে সকল শুভকার্য্যের সূচনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কলিকাতায় শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন একটি এই শিল্পবিদ্যালয়ের সহিত আমাদের শিল্পগুরুর জীবনী সুগ্রথিত, এইজন্য আমরা এই স্থলে সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম

যে বৎসর বাগচী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরের শেষেই মুসে রিগো (M. Regaud) নামে একজন ইতালীয় শিল্পি এদেশে আগমন করেন শিল্পদ্রব্য বিক্রয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহাকেই বঙ্গের এই শুভকার্য্য প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রবর্ত্তক রূপে কার্য্য করিতে হইবে

রিগো সাহেবের হস্তরচিত কারুকার্য্য কলিকাতার ধনীগণের মন হরণ করিল। তাঁহারা বুঝিলেন, এরূপ সুন্দর শিল্পকার্য্য যাহাতে এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য

তদনুসারে খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে (যখন আমাদের শিল্পগুরু পল্লীস্থ পাঠশালায় বিদ্যার্থী হইয়া উপস্থিত) সেই সময়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ লীলাক্ষেত্র স্থাপনের সূচনা হইল ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে মহাত্মা হজ্‌সন প্রাট মহোদয়ের ভবনে 'সোসাইটি ফর দি প্রেমোশন অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্টস্'' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী সার্ সিসিল্ বিডন ঐ সভার সভাপতি হইলেন, এবং রেভরেণ্ড জে, লং, উইলিয়ম মনি, কিশোরিচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি ইংরাজ ও বাঙ্গালী বিদ্যোৎসাহিগণ সেই সভার সদস্য হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কলিকাতা ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যালয়ের'' প্রতিষ্ঠা হইল। মুসে রিগো মাসিক তিনশত টাকা বেতনে উহার অধ্যক্ষ হইলেন বিদ্যালয়ে ড্রয়িং, মডেলিং, এচিং ও পটারি শিক্ষা দিবার আয়োজন হইল।

ইতিপূর্ব্বে, কলিকাতায় আর একবার শিল্প চর্চ্চার চেষ্টা হয়। খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দে ডাক্তার ফ্রেড্রিক করবিন সাহেবের চেষ্টায় মেকানিক্স ইন্‌ষ্টিটিউসন



স্যার স গল বডন

স্থাপিত হয় তাহাতে সি, গ্রাণ্ট সাহেব ড্রয়িং ক্লাস স্থাপন করেন; সপ্তাহে দুইদিন ঐ ক্লাস হইত উহাও অনেকানেক স্বদেশীয় ও ইয়ুরোপীয় মহাত্মার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শিল্পের উন্নতির জন্য এই দ্বিতীয় উদ্যম সেরূপ নিস্ফল হয় নাই সভাপতি মহাত্মা সার সিসিল্ বিডন, খৃঃ ১৮৬২ অব্দে বঙ্গের লেপটেন্যাণ্ট গবর্ণর হইয়া বিদ্যালয়টি গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলেন খৃঃ ১৮৬৩ ৪ অব্দ হইতে ঐ বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হইতে লাগিল, এবং উহাতে যথারীতি সর্ব্ববিধ ড্রয়িং, ডিজাইনিং, মডেলিং, সর্ব্ববিধ লিথোগ্রাফি, এনগ্রেভিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে, ফটোগ্রাফি, স্কলপচার, উড্-কার্ভিং, মেটালচেজিং প্রভৃতি শিক্ষাদানেরও চেষ্টা করা হইয়াছিল প্রথম প্রথম মডেলিং ও মোল্ডিং ক্লাসে ১ ০ দেড় টাকা, এনগ্রেভিং ক্লাসে ৸০ বার আনা, ড্রয়িং ক্লাসে ৸০ বার আনা ও ফটোগ্রাফি ক্লাসে ১।০

দেড় টাকা বেতন ধার্য্য হয়। ঐ সময়ে পটলডাঙ্গায় বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। পরে বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতেই ১৲ এক টাকা বেতন ধার্য্য হয় এই সময়ে মহাত্মা এচ, এচ, লক্ আসিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্নে ও গবর্ণমেণ্টের সদয় দৃষ্টিতে, বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খৃীঃ ১৮৭৬ অব্দে বহুবাজার ষ্ট্রীটে তিনটি প্রশস্ত বাটী ও তাহার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গন একত্রিত করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং বেতন তিন টাকা ধার্য্য হইল। মহাত্মা লকের তত্ত্বাবধানেই বাগচী মহাশয় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধীনে, ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া ইহার যথোচিত উন্নতি করিয়াছিলেন, সে সকল কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবেক।

বাগচী মহাশয় বাল্যে মাতৃহীন হইয়াছিলেন। দুই বর্ষ বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে অতি যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে এতই ভালবাসিতেন যে একদণ্ডও কাছ ছাড়া করিতে ভাল-



মিঃ এচ্, এচ্ লক্

বাসিতেন না। খ্রীঃ ১৮৫৩ অব্দে অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহারা শিকদারপাড়া লেনে আসিয়া বাস করেন, পঞ্চম বর্ষ বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি পল্লিস্থ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার পিতামহ অধিকাংশ সময় পৌত্রের সহিত পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতেন।

অতি শৈশব হইতেই বাগচী মহাশয়ের চিত্রাঙ্কনে বিশেষ আনুরক্তি ছিল। তদ্দর্শনে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য প্রভৃতি সময়ে সময়ে ভর্ৎসনা করিতেন; সে ভর্ৎসনা বৃদ্ধ রামনৃসিংহের সহ্য হইত না। একদিন তিনি আপনার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা অন্নদাকে কিছু বলিও না। ও লেখাপড়া করুক আর নাই করুক, কালে উহার নাম অবশ্যই গুণীগণ মধ্যে গণ্য হইবে।" এ কথাটি বাগচী মহাশয়ের সম্মুখে বলা হইয়াছিল। কথাটিও তাঁর চিরকাল স্মরণ ছিল।

পিতামহের নিকট এইরূপ উৎসাহ পাইয়া, লেখা পড়ায় তাঁহার আর বিশেষ আগ্রহ থাকিলনা। পিতা ও পিতৃব্যের ভয়ে লেখাপড়া করিতেন বটে, কিন্তু একটু অবসর পাইলেই ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার মুখে শুনা গিয়াছে, গর্ভাষ্টমে তাঁহার উপ-

নয়ন হয়। ঐ উপনয়নের সময়ে তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে নিজে গায়ত্রী দিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহাকে গায়ত্রী অভ্যাস করাইতেন উহার কিছুদিন পরে একদিন মাঘ মাসে প্রাতঃস্নানান্তে, নিয়মিত গায়ত্রী উপাসনার পর, তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া একটি মনুষ্য মূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন আজ এই পাঁচুই মাঘ বৃহস্পতিবার তোমায় চিত্রদীক্ষা দিলাম, তুমি নিশ্চয়ই চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করিবে কিন্তু কখনও শ্রীশ্রী৺কালী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিও না, তোমার মঙ্গল হইবে বৃদ্ধের সেই আশীর্ব্বাদ কিরূপ ফলদান করিয়াছিল, তাহা জগত দর্শন করিয়াছে আমরা পঞ্জিকার সাহায্যে দেখিতে পাইলাম খৃী ১৮৫৬ অব্দে অর্থাৎ সন ১২৬২ সালের ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার শুভক্ষণে বাগচীমহাশয়ের চিত্র বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল এবং সেই শুভ মুহূর্ত্ত ফলে ও সেই ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তিনি বঙ্গের অদ্বিতীয় চিত্রকর হইয়াছিলেন।

খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হয় ইহার কিছুদিন পরে, তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য

তাঁহাকে পাঠশাল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া জেনারল এসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি করিয়া দেন কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাঁহার পড়া শুনা ব্যাঘাত হয়। যাহা হউক ইংরাজী নর্‌ম্যাল ক্লাসবুক পড়িতে পড়িতে তিনি বাইবেলের ভয়ে খ্রীঃ ১৮৬০ অব্দের প্রারম্ভে পাইকপাড়া স্কুলে ভর্ত্তি হন।

পাইকপাড়া স্কুলেও তিনি পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। পিতা ও পিতৃব্য তাঁহার অমনোযোগিতার জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিতেন। পিতার আদেশ বলিয়া তাঁহারা পুত্রকে মূর্খ হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহাদের যত্নে ও নিজ স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায় গুণে বাগচী মহাশয় খ্রীঃ ১৮৬৩ অব্দে এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিলেন। ঐ সময়ে পাইকপাড়া বিদ্যালয়ে বাবু নবীনচন্দ্র দাস নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে সামান্যরূপ চিত্রকার্য্য জানিতেন। একদা তিনি ক্লাসের পাঠ দিবার পর, ছাত্রদিগকে মানুষ আঁকিতে বলিলেন। শিশুরা স্বভাবতঃই চিত্রকার্য্য ভালবাসে। শিক্ষকের আদেশ পাইবামাত্র তাহারা যথাসাধ্য ছবি আঁকিল।

কিন্তু বাগচী মহাশয়ের চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইল। গুণগ্রাহী শিক্ষক তাঁহাকে উৎসাহ বাক্যে বলিলেন "দেখ অন্নদা তোমার লেখা পড়ায় বিশেষ সুবিধা হইবে না। তুমি পিতা পিতৃব্যকে বলিয়া ছবি আঁকা শিক্ষা কর।" তিনি শুধু ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বাগচী মহাশয়ের পিতাকে, নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের ফলে বাগচী মহাশয়ের লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি হইল। কিন্তু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের অভিমত হইল না। তখন লোকে ঐ কার্য্যটি নীচ-জাতীয় পটুয়ার বৃত্তি বলিয়া জানিত। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে আফিসের কেরাণী করিবার জন্য হাতের লেখা পাকাইতে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ইংরাজী হস্তাক্ষরও নিতান্ত মন্দ ছিল না।

একদিন তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে আপনার কার্য্যের কিয়দংশ করিতে দিয়াছিলেন। ঐ কার্য্য উকীল বাড়ির ব্রিফ লেখা। বাগচী মহাশয় সেইদিন সাড়ে সাত টাকার কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য কিন্তু পাকা কেরাণী হইয়াও কখন একদিনে

পাঁচ টাকার অধিক লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে আফিসে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতা ও পিতৃব্যের সবিশেষ নিৰ্ব্বন্ধ সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে "বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব তথাপি কেরাণীগিরি করিব না।"

তিনি বাল্যকাল হইতে পোতংমনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কথকত শুনিতে বড়ই ভাল-বাসিতেন। বিদ্যালয় ত্যাগের পর, যখন দেখিলেন তাঁহার চিরবিদ্যা শিখা অভিভাবকগণের অভিপ্রেত নহে, তখন তিনি কথকতা শিখিবার অভিলাষ করিলেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি হইল না। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞান না থাকিলে ভাল কথক হওয়া যায় না আবার সংস্কৃত শিখিতে হইবে, এই ভয়ে তাঁহার কথক হওয়া হইল না

তাঁহার পিতা যখন দেখিলেন যে পুত্রকে আফিসে যাইতে সম্মত করা দুষ্কর তখন অগত্যা যোড়াসাঁকো নিবাসী স্বর্গীয় নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট

কপারপ্লেট এন্‌গ্রেভিং শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

দেড় বৎসর কাল শিক্ষানবিশের পর তিনি ঐ কার্য্যে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিলেন। মিস্ত্রির নিকট শিক্ষা করিলে ঐরূপ উপার্জ্জন করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার আর্ট স্কুলে প্রবেশের সুবিধা হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিল্প শিক্ষা। খ্রীঃ ১৮৬৪ অব্দ

খ্রীঃ ১৮৬৪ অব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার কঠিন পীড়া হয়। ঐ পীড়ায় তাঁহাকে বহুদিন শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। রোগমুক্তির পর রথ দেখিবার ও পাখী কিনিবার জন্য শিয়ালদহে বেড়াইতে আসেন। ঐ সময় বহুবাজারে গবর্ণমেণ্টের আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড দেখিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের

নিয়মাদি অবগত হইবেন। তখন এচ্‌. এচ্‌. লক্‌ ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। বিদ্যালয়ের তখন নাম ছিল 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস'। মহাত্মা লক্‌ বিলাতের কেন্‌সিংটন কলেজের ছাত্র। তাঁহার ন্যায় শিল্পী ও উৎসাহী ব্যক্তি এদেশে অতি কমই আসিয়াছেন।

যখন বিদ্যালয়ের পরিচালনভার তত্ত্বাবধায়ক সমিতির হস্তে ন্যস্ত ছিল, সে সময়ে সর্ব্বপ্রথমে মধ্যে বিবে' ড্রয়িং ও মডেলিং শিক্ষা দিতেন। পরে তাঁহারা মিঃ ফাউলার নামক একজন শিল্পীকে বিলাত হইতে আনাইয়া এন্‌গ্রেভিং ও লিথোগ্রাফীর ক্লাস স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে মিঃ ফ্রেজার ও মিঃ বেনেট তাঁহাদের সহকারী হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে ফাউলার সাহেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে এন্‌গ্রেভিং ক্লাস বন্ধ হইয়াছিল। ফ্রেজার ও বেনেটের তত্ত্বাবধানে লিথোক্লাস চলিতেছিল। খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে মিঃ হুইটাল বিলাত হইতে এন্‌গ্রেভিং ক্লাসের শিক্ষক হইয়া আগমন করেন। বঙ্গের সুবিখ্যাত এন্‌গ্রেভার বাবু কালিদাস পাল মহাশয় এই হুইটাল সাহেবেরই সুযোগ্য ছাত্র। তিনি বহুদিন গবর্ণমেণ্ট

শিল্প বিদ্যালয়ের এন্‌গ্রেভিং শিক্ষকরূপে এবং সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশবৎসল বাবু নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত ন্যাসান্যাল স্কুলে শিল্পশিক্ষক রূপে কাজ করিয়া কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে বহু ছাত্রকে ঐ বিষয় শিখাইয়া নিজস্থাপিত প্রেসের উপসত্বে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন

শিল্পবিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত মডেলিং শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র পাল মহোদয়গণের শ্রেষ্ঠতম ছাত্র, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের ইচ্ছানুসারে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালয়ে এবং বিগো সাহেবের স্বীয় কার্য্যালয়ে কার্য্য করিয়া অশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন তিনি বলিতেন বিগো সাহেবের সঙ্গে কাজ করায় তাঁহার মাসে ৭১৮ টাকা প্রাপ্তি হইত বিগো সাহেব স্বীয় শ্রেণীর ভাল ভাল ছাত্রগণকে লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যের পর নিজ কার্য্যালয়ে বড় অট্টালিকার সজ্জার জন্য যে সকল কার্য্য করিতেন, তাহার জন্য যে টাকা পাইতেন, তাহার লভ্যাংশের অর্দ্ধেক আপনার

ছাত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। সুতরাং তিনি যতদিন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ততদিন তাঁহার অনেক ছাত্রই তাঁহার নিকট ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এই বিদ্যালয়টি একটি সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্যর সেসিল বিডন ঐ সমিতির সভাপতি ছিলেন। বিলাত হইতে যত ভারতহিতৈষী এদেশে আসিয়াছিলেন, স্যর সিসিল বিডন তাঁহাদের অন্যতম।

ইনি খ্রীঃ ১৮১৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইটন ও হেলিবরি কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আগমনের পর খৃঃ ১৮৩৬ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত পাটনা বিভাগে, আগষ্ট হইতে ১৮৩৮ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সারণে কার্য্য করিবার পর ঐ সময় হইতে খাস মহলের তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৮৩৯ অব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি সারণের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন, এবং যথাক্রমে বিহার, পাটনা ও ভাগলপুরে ঐ কার্য্য করিয়া খৃঃ ১৮৪২ অব্দে ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও

কলেক্টার হইয়াছিলেন, তৎপরে মুর্শিদাবাদে ঐ পদে কিছুদিন কার্য্য করেন। ঐ ১৮৪৩ অব্দেই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত হন। খৃঃ ১৮৪০ অব্দে তাঁহাকে বোর্ড অব রেভেনিউর সেক্রেটারী পদ প্রদান করা হয়। ঐ সময়ে [illegible] যে সকল দেশহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠানের চেষ্টা হইত, ইনি দেশীয় ও পাশ্চাত্য মহাত্মগণের সহিত সে সমুদায় কার্য্যে যোগদান করিয়া প্রাণপণে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্ন করিতেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সে সমুদায় এস্থলে উল্লিখিত হইল না। খৃঃ ১৮৫০ অব্দে তিনি ডাক বিভাগের কার্য্যবিস্তার বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহার ফলে ক্রমে সুলভ ডাক মাশুলের প্রবর্তন হয়। খৃঃ ১৮৫২ অব্দে তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ও ১৮৫৪ অব্দে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন, এই সময়েই তিনি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনে যোগদান করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে ১৮৫৯ অব্দে ফরেন-সেক্রেটারী

ও ১৮৬০ অব্দে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সলের সদস্য পদ প্রাপ্ত হন।

খৃঃ ১৮৬২ অব্দের ২৩শে এপ্রেল তিনি বঙ্গের ছোট লাট হন। তাঁহাকে লর্ড ডালহৌসী যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, এমন কি অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। শ্রীযুক্ত সি ই বকল্যাণ্ড প্রণীত 'বেঙ্গল অণ্ডার দি লেপ্টন্যাণ্টগবর্ণরস' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে "It was often said in India, at the time, that Beadon was the only man in the Country, who had any influence over Lord Dalhousie, and there can be no question, that in all matters relating to the internal administration of the Country Lord Dalhousie placed the greatest reliance upon Beadon's Judgment."

বিডন দেশের লোকের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন এবং সর্ব্বদাই দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া দেশের অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়াই জানি

তেন, সেই জন্যই তিনি লর্ড ড্যালহৌসীকে যথোপযুক্ত পরামর্শ দিতে সমর্থ হইতেন কাজেই লর্ড ড্যাল হৌসী সকল বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন

লেপ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর হইয়াই তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে শিল্পবিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এরূপ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত স্থায়ী হইতে পারে না। তাহার চেষ্টায় খৃঃ ১৮৬৪ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, ইহাকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় রূপে স্বীকার করিয়া, ইহাতে একজন উপযুক্ত প্রিন্সিপাল নিয়োগ প্রয়োজন বোধ করিলেন তদনুসারে বিলাতের কেন্‌সিংটন কালেজে একজন উপযুক্ত লোক প্রার্থনা করা হয়, সেখানকার অধ্যক্ষগণ মহাত্মা লকে ঐপদের উপযুক্ত বোধ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন তিনি যখন অধ্যক্ষ হইয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন, তখন ছাত্র সংখ্যা ৩৫টি মাত্র ছিল তাহাদের অধিকাংশই কামার কুমার প্রভৃতি শ্রমজীবি জাতির। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ছাত্র তখন প্রায় এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট

হইত না। বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থী প্রায় দেখা যাইত না। হুইট্‌লি সাহেব যদিও ল্যাণ্ডস্কেপ ও পার্স্পেক্টিভ বিজ্ঞানশিক্ষা দিতেন কিন্তু তাঁহার ছাত্র সংখ্যা দশটির অধিক প্রায়ই হইত না। অবশিষ্ট ছাত্রগণ মোল্‌ডিং ও মডেলিং শিখিত কেননা তখন উহাই উপার্জ্জনের দ্বার ছিল।

বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হাতে যাওয়ায় বিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়িল। লক্ সাহেব আসিবার পর হইতেই দিন দিন বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর সুব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুতরাং খৃঃ ১৮৬৫ অব্দ হইতেই এই দেশে শিল্পশিক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। এই সময়েই বাগচী মহাশয়ের এই বিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিল্পশিক্ষা খ্রীঃ ১৮৬৫।৬৬ অব্দ

খৃঃ ১৮৬৫ অব্দের ১৩ই জুলাই মঙ্গলবার পাথর পর দিন বাগচী মহাশয় শিল্প বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন একথা বাগচী মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন

তাঁহার পূর্ব্বেই যে তাঁহার শিল্পশিক্ষা রীতিমত আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তিনি যে কপারপেট এন গ্রেভিং দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহা ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিল্প বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি ঐ কপারপেটের কার্য্য ত্যাগ করেন নাই প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছুটীর পর এবং ছুটীর দিন সমস্ত দিন তিনি বোডার্স কোতে কপারপ্লেট এন্‌গ্রেভিং করিতে যাইতেন

গুনিজন গুণগ্রাহী মহাত্মা [illegible] কের চক্ষু অচিরে বাগচী মহাশয়ের গুণ গ্রহণে সমর্থ হইল তিনি বিশেষ যত্নের সহিত বাগচীমহাশয়ের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন বিদ্যালয়ে প্রবেশ সময় হইতে তাহাকে [illegible] হিসাবে বেতন দিতে হইত মহাত্মা

লকেব, তাঁহার প্রতি এতই সহানুভূতিব উদয হইযাছিল যে, অচির কাল মধ্যেই তাঁহাকে ঐ বেতন প্রদান হইতেও অব্যাহতি দিযাছিলেন খ্রীঃ ১৮৬৬ অব্দের এই সময়ে তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে গৃহীত হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ঐ বৃত্তি প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি এমে কম্পোজিটরের কার্য্য পরিত্যাগ করিযাছিলেন

এই সময় হইতেই রাজকীয় প্রয়োজনে কোনও পুস্তকাদির জন্য চিত্রাদির প্রয়োজন হইলেই, তৎ-সম্পাদনের ভার ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের উপর অর্পিত হইতে আরম্ভ হয় তিনিও ঐ সমস্ত কার্য্য বিদ্যালয়ের দক্ষ ছাত্রদিগের দ্বারা সম্পন্ন করাইতে আরম্ভ করেন অনুসন্ধান করিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্পাদিত এরূপ অনেক কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে বাগচী মহাশয়ও সেরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের 'এণ্টিকুইটিস্ অব উড়িষ্যা,' "বুদ্ধগয়া" প্রভৃতির চিত্র প্রধান,

রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র L L D, C. I E.

মহাশয় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শুভাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাজা পীতাম্বর মিত্রের বংশধর অযোধ্যা মিত্রের তৃতীয় পুত্র। সন ১২২৯ সালের ৫ই ফাল্গুন, খ্রীঃ ১৮২৩ অব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি শনিবার, বেলা ৬দণ্ড ৫৩পল ৩০বিপলের সময় ভূমিষ্ঠ হন। ইনি প্রথমে পাঠশালায় কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন পূর্ব্বক মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন, পরে একাদশবর্ষ বয়সের সময় ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৪১ অব্দে যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গমন করেন, সেই সময়ে তিনি ইহাঁকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি আইন শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। রীতিমত পরিশ্রমের পর পরীক্ষাও দিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বশে ঐ বৎসর প্রশ্নপত্র চুরি গিয়াছিল বলিয়া পরীক্ষা নামঞ্জুর হয়। তৎপর তিনি আর আইন পড়েন

নাই। বাইশ বৎসর বয়সের সময় তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার বিবিধ বিষয় আলোচনার সুবিধা হয়। তাহার ফলে তিনি ক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বৎ সমাজে একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও বিবিধ ভাষাবিৎ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, উড়িয়া গ্রীক্, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দ হইতে তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, উহাতে সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয় সুন্দর সুন্দর চিত্রের সহিত নিয়মিত প্রকাশিত হইত। পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "ঐ পত্র দ্বারা রাজেন্দ্র বাবুর বিদ্যা বুদ্ধি, সদনুরাগ, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের প্রচুর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বলিতে কি, বিবিধার্থ সংগ্রহগুলি একত্র

সংগৃহ করিয়া নিবটে রাখিলে একটী বৃহৎ ভাণ্ডার সঞ্চিত করা হয়" পরে ঐ পত্রই 'রহস্য সন্দর্ভ" নামে পরিবর্ত্তিত এবং কিছু দিন পরে উহার সম্পাদকতা প্রাণনাথ দত্তের হস্তে অর্পিত হয় ১৮৫৬ অব্দে তিনি কোর্ট অব ওযার্ডের ডাইরেক্টর হয়েন তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ ১৮৭৫ অব্দে, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁহাকে L. L. D., উপাধি এবং ১৮৭৭ অব্দে গবর্ণমেণ্ট রায় বাহাদুর উপাধি, ১৮৭৮ অব্দে C I E, উপাধি ও পরে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। খৃঃ ১৮৮৫ অব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট রূপে মনোনীত হইয়াছিলেন ১৮৫১ অব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার মীমাংসা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী সাদরে শিরোধার্য্য করিতেন তিনি ১২৮খণ্ডে বিভক্ত ৩৩০৮৯ পৃষ্ঠাপরিমিত ৫০খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তের খানি সংস্কৃত ও দশ খানি বাঙ্গালা, অবশিষ্ট ইংরাজি ভাষায় রচিত হিষ্ট্রী অব দি এণ্টিকুইটিস্ অব উড়িষ্যা বুদ্ধগয়া, এবং

ইন্দো এরিয়ান নামক বিস্তৃত গ্রন্থই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি জীবনব্যাপী প্রগাঢ় পরিশ্রমের ফলস্বরূপ শেষাবস্থায় তাঁহার পঞ্চাশত মুদ্রা বিশেষ পেন্সন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ বুধবার রাত্রি নয়টার সময় তাঁহার লোকান্তর গমন হয়

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বর্ষক্রমে খ্রীঃ ১৮৬০ ৭৪ অব্দ

বাগচী মহাশয় যে সময় বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, সে সময়ে তথায় চিত্রবিদ্যা (Painting) শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল না। ঐ কার্য্যশিক্ষার্থী উপযুক্ত ছাত্রের অভাবই তাহার প্রধান কারণ মহাত্মা লক্ বাগচী মহাশয়কে পাইয়া বিলাতী রীতিতে তাঁহাকে চিত্রবিদ্যা শিখাইতে আরম্ভ করেন তিনিও যথোচিত পরিশ্রম করিয়া ড্রয়িং ডিজাইন, লিথোগ্রাফ ও পেইন্টিং আয়ত্ত করিতে লাগিলেন পেইন্টিং ও

লিথোগ্রাফীতে সে সময়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই ক্রমে তাঁহার বৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া পনর টাকা হইল এই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী মহুলা গ্রাম নিবাসী জগন্নাথ সান্যাল মহাশয়ের মধ্যমা কন্যার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়

এই সময়ে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের হিষ্ট্রী অব দি এন্টিকুইটিস অব উড়িষ্যার জন্য চিত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন হয় শিল্প বিদ্যালয় হইতে ঐ কার্য্যোপযোগী লোক নির্ব্বাচনের আদেশ হয় সহ অধ্যক্ষের আদেশে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে মাসিক ৭৫ পঁচাত্তর টাকা বেতনে তিনি, ডিঃ গ্যারিক, গোপাল চন্দ্র পাল, কালিদাস পাল, হরিশ্চন্দ্র খাঁ প্রভৃতি শিল্পীগণের সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের সহযাত্রী হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন তিনি অল্পবয়স্ক বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য অভিভাবক রূপে সেই সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন

এই সময়ে তিনি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া তীরে অবতরণ

জন্য সকলে জাহাজ হইতে বোটে উঠিতেছেন এমন সময়ে তিনি হঠাৎ বোট হইতে সমুদ্র জলে পতিত হইয়াছিলেন সৌভাগ্য ক্রমে একজন খালাসী এই ঘটনা দেখিতে পাইয়া, তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল বেড়গাস কাণ উড়িষ্যা ভ্রমণের পর তিনি যে সকল চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা রাজেন্দ্র বাবুর এণ্টিকুইটিস্ অব উড়িষ্যা গ্রন্থের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। আমরা এই জীবনীতে তাহার কয়েক খানির প্রতিলিপি প্রদান করি লাম

উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি নিজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যালয়ে ২০ কুড়ি টাক বেতনে উপশিক্ষকরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে দুই ঘণ্ট শিক্ষা দান করিতে হইত, অবশিষ্ট সময় নিজের উন্নতি সাধন এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় ড্রয়িং ও লিথোগ্রাফ করিতেন, তাহা তেও স্বতন্ত্র ভাবে অর্থাগম হইতে লাগিল

এই সময়েই তিনি ডাক্তার ফেরারের থেনা টোফিডি (Dr Fayrer's Thenatophidiœ)

নামক গ্রন্থের জন্য বহু প্রকার জীবন্ত বিষধর সর্প দৃষ্টে চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন জীবন্ত বিষধর কাচাবৃত আধার মধ্যে ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিত, আর তিনি বাহিরে বসিয়া তাহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেন

এই রূপে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইল লক্ সাহেব তাঁহাকে চল্লিশ টাকা বেতনে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করিলেন তখনও তিনি দিবসের কিয়দংশ নিজের কার্য্যে ব্যয় করিতেন।

খ্রীঃ ১৮৭২ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় শিল্পানুরাগী রাজপ্রতিনিধি এ পর্য্যন্ত আর ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। তাঁহার পদ প্রাপ্তির দুই বর্ষ পরে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল K C S. I., D C I., শারীরিক অসুস্থতা বাপদেশে পদত্যাগ করেন

বাগচী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম সার জর্জ ক্যাম্বেল একবার শিল্প বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিয়া, বাগচী মহাশয়ের কার্য্যদর্শনে বলিয়াছিলেন, "যে

যত্ন করিলে এই ব্যক্তি বঙ্গে সার জস্থুয়া রেণল্ডের মত যশস্বী হইতে পারিবেন। তাঁহার সে বাক্য নিষ্ফল হয় নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

আর্ট গ্যালারি খ্রীঃ ১৮৭৪ অব্দ

সার জর্জ ক্যাম্বেল পদত্যাগ করিলে খ্রীঃ ১৮৭৪ অব্দে দি রাইট অনরেবল সার রিচার্ড টেম্পল Bart, M. P G C S. I, C, I E., D C. L, L L. D. F R. S, বঙ্গের লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর হইলেন। ইনি স্বয়ং চিত্র কার্য্যে নিপুণ ছিলেন খ্রীঃ ১৮৪৭ অব্দে বিংশতি বর্ষ বয়সে বেঙ্গল এষ্টাব্লিস্‌মেণ্টে লেখক রূপে নিযুক্ত হন, ক্রমে ভারতের নানা-স্থানে নানাপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৬৬ অব্দে C. S. I এবং ১৮৬৭ অব্দে K C S I., হন

খ্রীঃ ১৮৭৩ ৭৪ অব্দে বঙ্গ ও বিহার মধ্যে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে তিনি প্রাণপণে দুর্ভিক্ষ

দমনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৭৪ অব্দের ৯ই এপ্রেল এই লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর পদপ্রাপ্তি হয়। খ্রীঃ ১৮৭৬ অব্দে তিনি ব্যারনেট উপাধি লাভ করেন, অবশেষে খ্রীঃ ১৮৭৭ অব্দে বম্বের গবর্ণর পদে প্রেরিত হইয়া উক্ত বৎসরের প্রারম্ভে G. C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি ভিন্ন আর কেহ ভারত রাজ্যে সামান্য পদ হইতে বঙ্গের লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া অবশেষে একটা প্রেসিডেন্সির গবর্ণর হন নাই। ১৯০২ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ তাঁহার দেহাবসান হয়। এই সমুদায় পদে তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার শাসন সময়ে শিবপুরের বোটানিক উদ্যানের বিশিষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং আলিপুরের জুলজিক্যাল উদ্যান স্থাপিত হয়। ঐ উভয় কার্য্য দ্বারা জন ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। কলিকাতার হাওড় ফ্লোটিং ব্রিজও এই সময়ে নির্ম্মিত হয়। ইহা কলিকাতার দ্রষ্টব্য পদার্থ নিচয়ের একটি।

(লর্ড নর্থব্রুকের চেষ্টায় এবং সার রিচার্ড টেম্পলের

বিশেষ উদ্যোগে, কলিকাতা রাজকীয় শিল্প বিদ্যালয়ে, কলিকাতা ফাইন আর্টস্ গ্যালারি স্থাপিত হয় তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ বিদ্যালয়ে একটি চিত্র প্রদর্শনী হইয়াছিল উহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত শিল্প বিদ্যালয় হইতে, চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল বাগচী মহাশয়ই সেই প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে স্বর্গীয় রমানাথ ঠাকুরের এবং পরে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল সরকার ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার ভার প্রদান করেন।

আর্ট গ্যালারির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সার রিচার্ড টেম্পল লিখিয়াছেন "In such a place as Calcutta the establishment of an Art Gallery must be interesting from any and every point of view. But the interest is heightened when the Gallery can be the means of daily instruction will become a lecture room for classes of native students; may impart additional vigour to an in-

stitution designed to elevate the taste, refine the skill and enlighten the ideas of the native youth who are learning art as a means of livelihood and may thus serve an important educational purpose."

এই গ্যালারী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ চিত্রসমূহের প্রতিলিপি এবং সুবিধা হইলে মূল চিত্র সংগ্রহ করিয়া এখানে রক্ষিত হইবে। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত প্রাসাদাদির প্ল্যান প্রভৃতি ও প্রাচীন ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি নিচয়ের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইবেক, তদ্দৃষ্টে সাধারণের বিশেষতঃ শিল্পশিক্ষার্থিদিগের রুচি সংস্কৃত ও ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবেক।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য খ্রীঃ ১৮৭৬ অব্দের ৬ই এপ্রেল গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের তাৎকালিক অবস্থান স্থান বহুবাজারে ঐ বিদ্যালয় সন্নিহিত একটী ভবনে আর্ট গ্যালারি স্থাপিত হয়। লর্ড নর্থব্রুক এই গ্যালারিতে নিজ সংগৃহীত বহু প্রাচীন চিত্রাদি প্রদান

করিয়াছিলেন এবং তাহার ভারত ত্যাগের পরেও ইংলণ্ড হইতে চিত্রাদি ক্রয় করিয়া পাঠাইয়া দিতেন তিনি এই গ্যালারি প্রতিষ্ঠা সময়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল

"After all, to my mind, one of the most satisfactory things here to day is the work of the students, which those who can inspect will find in the next room You see there are the works not only of one very distinguished student but of four or five of the best students of the school, which I say without hesitation would be creditable to the senior students of any school of Art in any Country What I should like, however, to see is, that these students should receive some encouragement from their fellow countrymen, who have the means to give it * * * * I myself have done some-

thing in this respect as Mr Bagchi, who is one of the students here, painted for me a head of my friend Rajah Roma nath Tagore which too is a very suc cessful study He has finished that and I have asked him to paint the portrait of another fri (Rajah Rajendralala Mitra) here, wh ame I will not mention for fear of hing his modesty."

এই গ্যালারি দ াদের দেশের চিত্র সম্বন্ধীয় রুচি বিশেষ রূপে পরিশুদ্ধ হইতেছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই

অষ্টম অধ্যায়।

আর্টষ্টুডিও প্রভৃতি খ্রীঃ ১৮৭৪ ১৮৮০ অব্দ

আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে, বিদ্যালয়ে যে যে শিল্প প্রদর্শনী হয় তাহাতে যে সকল চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল গ্যালারি প্রতিষ্ঠার দিনেও সেগুল

বিদ্যালয়ে ছিল উহার মধ্যে অধিকাংশ চিত্রই গ্যালারিতে প্রদত্ত হয় প্রতিষ্ঠার দিনে লর্ড নর্থব্রুক, ম্যাডোনা, সেণ্ট সিসিলিয়া ক্রাইষ্ট ও মেরিয়ার বন্দী, রাফেলের হোলিফ্যামিলির প্রতিলিপি, করোনেশন অব ভার্জিন, বেজিং অব লাজেরস্‌ প্রভৃতি কতকগুলি চিত্র দান করেন, লেপ্টেন্যাণ্টগবর্ণর মহাত্মা টেম্পল, জি, জি, পামর এবং স্কুলে সামবর্গ স্ব স্ব অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সর্ব্বসমেত সে দিন ছাত্রগণের অঙ্কিত চিত্র ব্যতীত ১২৭ খানি চিত্র একত্রিত হইয়াছিল

সেই প্রাচীন চিত্রসমূহের সৌন্দর্য্য ও শিল্পকৌশল বাগচী মহাশয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল ভগবান যেন বাগচী মহাশয়ের জন্যই ঐ গ্যালারির আয়োজন করিয়াছিলেন কারণ আমরা দেখিতেছি, বাগচী মহাশয়ের জীবনের সহিত ঐ গ্যালারি হইতে সে চিত্র সমূহের অস্তিত্ব লোপ হইয়া গেল যাহা হউক তিনি ঐ সকল চিত্র আলোচনা করিয়া নিজের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, নিজ ছাত্রগণেরও অনেক উন্নতি করাইয়াছিলেন বলিতে কি আর্ট গ্যালারি এদেশে

চিত্র বিষয়ক রুচি সংশোধনের একটী প্রধান উপকরণ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

এই সময়ে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত বুদ্ধ গয়া" (Boch Gaya) নামক গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৮৭৭ অব্দের প্রারম্ভে ব্রহ্মরাজ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদেশবাসীকে বুদ্ধ গয়ার মন্দির সংস্কার ও বোধি বৃক্ষটি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ব্রহ্মদেশবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং ঐ বৃক্ষ ও মন্দির তাঁহাদের প্রধান পুণ্যক্ষেত্রস্থ পুণ্যময় পদার্থ। উহার সংস্কার ও সংরক্ষণ তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্য্য বড় সহজ ব্যাপার নয়। সংস্কার করিতে গিয়া, রূপান্তরিত হইয়া গেলে, আর প্রাচীনত্বের চিহ্ন থাকিবে না। যাহাতে সেরূপ বিভ্রাট না হয়, সেই জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রকে ঐ কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন ব্রহ্মবাসীরা উহার সংস্কার কার্য্য যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে পুরাতন মন্দিরটীর পরিবর্ত্তে একটী

নূতন মন্দির হইয়া পড়িবেক, তিনি সেই কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলে, গবর্ণমেন্ট ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে, রাজেন্দ্র বাবু ও পাটনার কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে ঐ মন্দির সংরক্ষণ কার্য্য সুপ্রণালীতে সম্পন্ন হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিতে বলিলেন রাজেন্দ্র বাবু ঐ সূত্রে, ঐ মন্দির হইতে প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন তাহারই ফলে তাঁহার সুবিখ্যাত বুদ্ধ গয়া (Bodh Gaya) নামক মহাগ্রন্থের উৎপত্তি ঐ গ্রন্থের জন্য কতকগুলি চিত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইল। বাগচী মহাশয় ১৮ বৎসর বয়সের সময়ে 'এণ্টিকুইটিস্ অব উড়িষ্যা' গ্রন্থের যে সমুদয় চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেই রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার কৃতিত্বে তুষ্ট হইয়াছিলেন একণে এ মহাগ্রন্থের চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহাকেই উপযুক্ত শিল্পী বলিয়া স্থির করিলেন।

খ্রীঃ ১৮৭৬ অব্দের এপ্রেল মাসে বাগচী মহাশয় স্বাধীন ভাবে দেশীয় চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ-সাধন করিবার জন্য আর্ট-স্কুলের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কয়েকটি সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া সুরুচি

সম্পন্ন চিত্র প্রচার কার্য্যের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য একটি আর্ট ষ্টুডিও স্থাপন। কিন্তু রাজেন্দ্র বাবুর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৮৭৭ অব্দের শেষের মাস তাঁহাকে গয়ায় অবস্থান পূর্ব্বক রাজেন্দ্র বাবুর অভিমত চিত্রাবলী প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক খ্রীঃ ১৮৭৮ অব্দে, বাবু ফণিভূষণ সেন প্রভৃতি কয়েকটি সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি কলিকাতা-আর্ট ষ্টুডিও স্থাপন করিলেন। স্বাধীন ভাবে দেশীয় চিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং দেশের জনগণের চিত্র বিষয়ক রুচির সংশোধন ঐ উদ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ ষ্টুডিও সে সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর গৃহসজ্জার উপযোগী বহু চিত্র প্রকাশিত করিয়াছে এবং ঐ ষ্টুডিওর অনুকরণে বঙ্গদেশে বহু চিত্রশিল্পশালাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাগচী মহাশয় বিদ্যালয়ের কর্ম্ম ত্যাগ করিবার পর মহাত্মা লক দেখিলেন যে, তাঁহাকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত না করিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন সহজ

নহে। বাগচী মহাশয়ের মত প্রতিভাশালী ছাত্র না হইলে, তিনি ইচ্ছা করিলেই, যে কোনও ছাত্রকে তাঁহার মত সুশিক্ষিত করিতে পারিবেন না। সে সময়ে আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ অনেকেই ইংরাজী জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের শিক্ষা বাঙ্গলায় তত্ত্বাবধান ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এই সকল কারণে বাগচী মহাশয় গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে পুনর্বার বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, মাসিক দুইশত টাকা বেতনের কমে তিনি চাকরী স্বীকার করিতে পারেন না। মনে করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট একজন বাঙ্গালী চিত্রকরকে দুইশত টাকা বেতন দিতে স্বীকৃত হইবেন না, সুতরাং তাঁহাকেও আর চাকরী করিতে হইবে না। স্বাধীনভাবে কার্য্য করাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না। মহাত্মা লক্ চেষ্টা করিয়া তাহার জন্য দুইশত টাকা বেতনই স্থির করাইলেন; সুতরাং তাঁহার আর আপত্তি করিবার সুবিধা হইল না। খ্রী ১৮৮০ অব্দের ২০এ জানুয়ারি, আর্টষ্টুডিওর সমস্ত সত্ত্ব

সঙ্গীগণকে প্রদান পূর্ব্বক স্থায়ীভাবে কলিকতা রাজকীয় শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতেই ঐ বিদ্যালয়ের প্রকৃষ্ট ভাবে চিত্র চর্চ্চার আরম্ভ হইল দিন দিন ছাত্র সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী খ্রীঃ ১৮৮১ ৮৩ অব্দ।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ সম্বন্ধে সাধারণে জ্ঞান লাভের সুবিধার জন্য, মহাত্মা ক্যাম্বেল ইকনমিক মিউজিয়ম স্থাপন করেন, শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাত্মা লক্ প্রথমাবধিই ঐ মিউজিয়মের কমিটির সেক্রেটরী পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন সুতরাং নানা দেশের প্রদর্শনীতে এতদ্দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রেরণ জন্য, যে সমস্ত কমিটী হইত তাহাতেও তাঁহাকেই সম্পাদক হইতে হইত মহাত্মা টেম্পল ছোট লাট হইয়া ঐ মিউজিয়মের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন করেন ইহাতে ব্যবহারিক (economic)

জাতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় (ethnologic) শ্রমশিল্পজ (industrial) ও সূক্ষ্মশিল্পজ (art ware) সর্ব্ববিধ পদার্থের আদর্শ সংগৃহীত হয় অষ্টশতাধিক প্রকারের ধান্যের নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছিল অন্যান্য পদার্থেরও যত প্রকার আছে সকলি ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছিল ইহা প্রথমে হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয় খ্রীঃ ১৮৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত উহা সেইখানেই অবস্থিত ছিল। তৎপরে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য ইম্পিরিয়েল মিউজিয়মের সন্নিকট যে সমস্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহারই একাংশে স্থানান্তরিত হয়

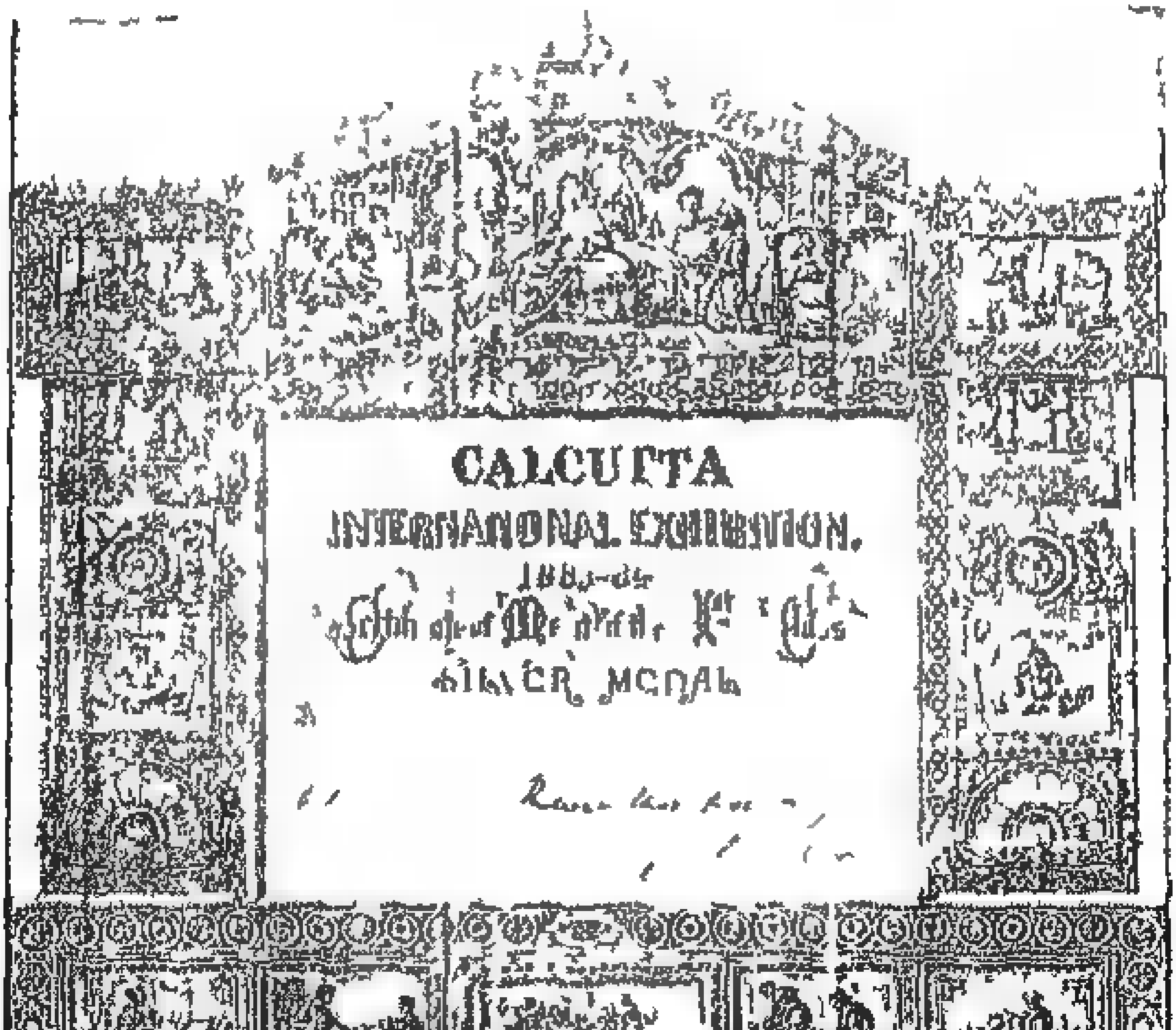
খ্রীঃ ১৮৮১ অব্দের শেষে মহাত্মা টম্সন (Sir Augustus Rivers Thompson, K. C. S. I., C I E,) এর মনে কলিকাতায় একটি আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনী (International Exhibition) করিবার কল্পনার উদয় হয় তখন তিনি গবর্ণর জেনারেলের কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন মহাত্মা লর্ড রিপন (His Excellency the most Hon'ble George Frederick Samuel Marquis of

Ripon, K G, P C, G M S I, G. M. I E) সে সময়ে ভারতের গবর্ণর জেনারেল তাঁহার কথা আমাদের দেশের লোকের চিরদিন স্মরণ থাকিবেক তিনিও মহাত্মা টমসনের ঐ কল্পনায় উৎসাহ দান করিলেন মহাত্মা টমসন্ ইকনমিক মিউজিয়মের সেক্রেটারি মহাত্মা লকের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন জষ্টিস্ প্রিনসেপ্স মহোদয়কে সভাপতি করিয়া এক কমিটি গঠন পূর্ব্বক ইতি-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল এদিকে খ্রীঃ ১৮৮২ অব্দের ২৪এ এপ্রেল মহাত্মা টমসন বঙ্গের ছোট লাট হইলেন তখন হইতে তাঁহার চেষ্টায় মেলার আয়োজন অপেক্ষাকৃত পূর্ণবলে চলিতে লাগিল এমন সময়ে সাধারণের অজ্ঞানিত কোনও কারণে লকের সহিত জষ্টিস প্রিনসেপের মনোবাদ ঘটিল লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর প্রভৃতি কেহই সে বিবাদ মিটাইতে পারিলেন না দোষ কাহার আমরা জানি না, কিন্তু শুনা যায় জষ্টিস সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু লক্ নত হইবার লোক ছিলেন না, কাজেই তাঁহাকে

বাধ্য হইয়া, মেলার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ পূর্ব্বক পীড়া ব্যপদেশে আড়াই বৎসরের ফার্লো লইয়া বিলাত গমন করিতে হইল মিঃ জুলেস্ সামবর্গ (Jules Schaumburg) নামক জর্ম্মণী দেশীয় একজন সুশিল্পী তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন

ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে জুলেস্ জুবেয়ার (Mr Jules Joubert) কলিকাতায় আগমন করিলেন তিনি ইতঃপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যোগ্য বোধে, মহাত্মা ম্যাসন তাঁহারই উপর ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ভার অর্পণ করিলেন খ্রী. ১৮৮৩ অব্দের জানুয়ারি হইতেই গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে এবং মুসে জুবেয়ারের যত্ন ও অতি ব্যস্ততার সহিত ঐ কার্য্যের আয়োজন চলিতে লাগিল ভারতীয় দ্রব্য সংগ্রহ জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি বঙ্গীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য অতিরিক্ত দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের দেশীয় ও ইউরোপীয় বহু মহাত্মা প্রদর্শন জন্য অনেক বহুমূল্য ও

ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য ন্যাসস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন কলিকাতা নিজ ব্যয়ে কলিকাতা বিভাগ প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতার প্রদর্শন যোগ্য দ্রব্যাদি তাহাতে স্থাপন করিয়াছিলেন অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভিক্টোরিয়া নিউ সাউথ ওয়েলস্ ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশ প্রদর্শনীতে অনেক দ্রব্যাদি নিজের লোকে দ্বারা পাঠাইয়াছিলেন পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই প্রদর্শন দ্রব্য সমাগত হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম ও তাহার সন্নিকটে এবং তৎসম্মুখবর্ত্তী ময়দানের বিয়দংশে অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে এগুলি দ্রব্য সমূহ যথাক্রমে সজ্জিত করা হইয়াছিল যদিও প্রায় ২২ একর (৬৬ বিঘা) পরিমাণ স্থান দ্রব্য সজ্জার জন্য আয়োজিত হইয়াছিল ; তথাপি স্থানাভাব ঘটিয়াছিল প্রদর্শন সংখ্যা আড়াই হাজারেরও অধিক প্রদর্শন দ্রব্য সংখ্যা লক্ষাধিক তিন হাজার পাঁচ শত নব্বই-টি প্রতিষ্ঠাপত্র (Certificate of Merit) ও মেডেল প্রদত্ত হয় ঐ সার্টিফিকেটের আদর্শ প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রদত্ত হইয়াছিল বহু শিল্পী বহু প্রকারের আদর্শ চিত্রিত করিয়া মটর



বাগ্‌চী মহাশয়ের উদ্ভাবিত

ইনটার-ন্যাশনাল এক্‌জিবিসনের সার্টিফিকেট।

হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাগচী মহাশয়ের প্রস্তুত চিত্রটই কমিটির মনোনীত হয় এবং তিনিই তজ্জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যদিও উহা সর্ব্বাংশ সুলভ, তথাপি আমরা তাহার এক খানি ক্ষুদ্র প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। খ্রীঃ ১৮৮৩ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর মহাত্মা লর্ড রিপণ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন মহোৎসব সম্পাদন করেন ১৮৮৪ অব্দের ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল দশ লক্ষেরও অধিক লোক প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছিল আরও লোক আসিত কিন্তু অধিক দিন উহা খোলা ছিল না বলিয়া অনেকের ভাগ্যে দর্শন ঘটে নাই উহাতে আয় হইয়াছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ তিন হাজার টাকা কিন্তু ব্যয় হইয়াছিল পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যে ৫০ হাজার টাকা, দ্রব্য ক্রয় করিতে দিয়াছিলেন, সেই মূল্যে নানা প্রদেশের শিল্প দ্রব্য ও ইকনমিক মিউজিয়ম কমিটির হস্তে যে দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন তাহা দ্বারা সংগৃহীত বঙ্গীয় শিল্প দ্রব্যগুলি অবলম্বন করিয়া ইকনমিক মিউজিয়মের শিল্প বিভাগ স্থাপিত হয়, এবং খ্রীঃ ১৮৮৫ অব্দ

হইতে ঐ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হয়

আড়াই বৎসরের পরে মহাত্মা লক্ কলিকাতায় আসিয়া শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু, মিউজিয়মের সিটে তাঁহার নাম থাকিলেও তাঁহার সে কার্য্য আর পাইলেন না, সে কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারাই সম্পন্ন হইতে থাকিল খ্রীঃ ১৮৮৭ অব্দের ১লা এপ্রেল ইকনমিক মিউজিয়মের ভার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাষ্টিগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে অধিক দিন অধ্যক্ষতাও করিতে হয় নাই খ্রীঃ ১৮৮৫ অব্দের ২৫এ ডিসেম্বর শুক্রবার তাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার মৃত্যুর পর মিঃ জবেস্, স্থায়ী অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন

দশম অধ্যায়।

ব্যবহারিক ও সূক্ষ্ম শিল্প সমিতি খ্রীঃ ১৮৮২-৮৫ অব্দ

ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বাবু কালিদাস পাল গবর্ণমেন্ট শিল্প বিদ্যালয়ের উড্ এনগ্রেভিং শিক্ষক

ছিলেন। তাঁহার সহিত বাগচী মহাশয়ের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল তিনি এই সময়ে স্বীয় সুযোগ্য ছাত্র বাবু বিহারী লাল রায়ের সহিত মিলিত হইয়া যোড়া সাঁকোতে আর্টিষ্ট প্রেস নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহাদের নিকট শরচ্চন্দ্র দেব এই সময়ে ড্রয়িং শিক্ষা করিতেন খ্রীঃ ১৮৮২ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বেহারী বাবু তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন, যে এক খানি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করিলে ভাল হয় সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় সচিত্র পত্রিকা ছিল না তিনি বলিলেন যে ঐরূপ পত্র প্রকাশ করা ভাল বটে, কিন্তু যখন আর্টিষ্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত হইবেক, তখন শিল্পই উহার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলে ভাল হয় এবং উহার পরিচালন জন্য একটি শিল্পী সম্মিলনী গঠিত করিয়া, তাহার তত্ত্বাবধানে ঐ পত্রিকা প্রকাশিত করিতে পারিলে ভাল হয় কালী বাবু, বাগচী মহাশয় প্রভৃতিকে এজন্য আনিবেন বলিলেন তদনুসারে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যার পর ঐ প্রেস গৃহেই এক সমিতির অধিবেশন হয়

উহাতে বাবু কালিদাস পাল, বাগচী মহাশয়, বেহারী বাবু, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় এবং শরচ্চন্দ্র দেব উপস্থিত ছিলেন রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন আর্ট ষ্টুডিওর সত্বাধিকারীগণকে আহ্বান করিলে ভাল হইত বাগচী মহাশয় বলিলেন পাঁচ জনই যথেষ্ট পাঁচ জনে মিলে যা করা যায় তা ভালই হয় সভার নাম ব্যবহারিক ও সূক্ষ্ম শিল্প সমিতি " এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পত্রিকার নাম হইবে "শিল্প পুষ্পাঞ্জলি" শরচ্চন্দ্র দেবকেই তাহার সম্পাদক হইতে হইবে বাগচী মহাশয় তাহার হাতের ড্রয়িং দেখিয়া তাহাকে শিল্প বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন বাগচী মহাশয়কে চিত্র বিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইল, তিনি বলিলেন 'বেশ' টেথ' আর' হইতে হইবে না" কাজেই স্থির হইল সম্পাদককেই বাগচী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে লেখা বিষয়ে রাজকৃষ্ণ বাবু নিজে ও নিজের অন্যান্য বন্ধু দ্বারা সাহায্য করাইতে পারিবেন আশা দিলেন স্থির হইল পত্রিকার আকার হইবে প্রতি মাসে ডিমাই চারি পেজী ছয় ফর্ম্মা, এবং ক্রমে

চারি খানি বড় লিথোগ্রাফ এবং পাশ্চাত্যকীয় উড এনগ্রেভিং থাকিবে। তখন হাফটোন ব্লকের প্রচার হয় নাই। কাজেই ছবির এইরূপ ব্যবস্থাই স্থিরীকৃত হইল। ইহার পরে শরচ্চন্দ্র দেব আর্ট স্কুলে প্রবেশ করিলেন। সভার ঐ একমাত্র অধিবেশন হইয়াছিল, আর কোনও অধিবেশন হয় নাই।

খ্রীঃ ১৮৮৫ অব্দের মধ্যভাগে ১২৯২ সালের প্রারম্ভে একদিন বাগচী মহাশয়, শরচ্চন্দ্র দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাক্ষিত্র পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হইল না কেন? তিনি বলিলেন 'আপনারা নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর কিরূপে কাজ বা হইবে?' বাগচী মহাশয় বলিলেন 'না হে ওটা করা চাই। আজ আমি বিকালে কালী বাবুর ওখানে যাইব তুমিও যাইও।' সেই দিন বৈকালে সকল স্থিরীকৃত হইয়া পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইল। সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ছাপা হইল; রথযাত্রার দিন প্রকাশিত হইল। বাগচী মহাশয় প্রথম সংখ্যা দেখিয়া সূচনার বড়ই প্রশংসা করিলেন। সূচনার শেষে ছিল "Art of

D[illegible] মানব [illegible] উচিত।" [illegible] না [illegible] ইহাদের [illegible] হইবে।" [illegible] বিষয়ে [illegible] তৎপরে [illegible] হইতে চিত্রবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। [illegible] পত্রিকার গ্রাহক নিতান্ত মন্দ হয় নাই। তথাপি উহা প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিতে পারা যাইত না। [illegible] বাবু প্রতিমাসে অন্ততঃ একটি পদ্য লিখিতেন, তাহা চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইত। [illegible] দুই একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। [illegible] মাস হইতে বাবু অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পত্রে শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। অষ্টম মাসে তাঁহাকেই পত্রিকার সম্পাদকতা অর্পণ করা হয়। বৎসর শেষ হইবার পরও তিনি কয়েক সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন। শেষে লেখার অভাবে পত্রিকা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই পত্রিকার সমসময়ে, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি শিল্প বিজ্ঞান

বিষয়ক দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু কোনও খানিই অধিক দিন জীবিত ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের শিল্প সম্বন্ধীয় পত্রের মধ্যে শিল্প ও সাহিত্য সেবা বহু বর্ষ ব্যাপিয়া করিয়াছে।

একাদশ অধ্যায়।

নানা কথা। খ্রীঃ ১৮৮৫—১৮৯৫ অব্দ।

মিঃ সামবর্গ, শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর, ইটালী দেশীয় চিত্রকর ও গিলার্ডি সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সামবর্গও অধিকদিন এই পদে থাকিতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যে তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সামবর্গ সুশিল্পী ছিলেন। আর্টগ্যালেরির প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে তাঁহার অঙ্কিত সূর্য্যাস্ত চিত্র (Sunset on the Hooghly) ইহার ভিত্তির শোভা বর্দ্ধিত করিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর খ্রীঃ ১৮৮৬ অব্দ হইতে ১৮৮৮ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত মুগে গিলার্ডি

প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাগচী মহাশয়কেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইত; কারণ মিঃ ডি সজেস ইংরাজ, ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং দেশের লোকের [illegible] না; সুতরাং ছাত্রদিগকে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হইয়াছিল; সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে বাগচী মহাশয়কেই তাঁহার সহকারিতা করিতে হইত।

[illegible] প্রতিনিধিত্ব সময়েই মনুষ্য প্রতিকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য (Landscape) চিত্র শিক্ষা দান পূর্ণ পরিমাণে আরম্ভ হয়। বাগচী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমে ঐ দুই বিষয়ের প্রভূত উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল। ছাত্রগণ, ক্রেয়ন কলার এবং ওয়াটার কলার দ্বারা এই সকল চিত্র সম্পন্ন করিতেন।

খ্রীঃ ১৮৮৮ অব্দে ডবলিউ, এচ্‌ জবিন্স (W. H. Jobbins) বিলাত হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়া আগমন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা আদর্শস্থল। বাগচী মহাশয়ের মত সুযোগ্য

সহকারী হইয়া এবং শিক্ষা বিভাগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি শিল্পবিদ্যালয়ের যতদূর উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই ঐ বিদ্যালয়ের চরম উন্নতি এখন তাহাই হইল। ভবিষ্যতে ঐ বিদ্যালয়ের ভাগ্যে আর সেরূপ উন্নতির সম্ভাবনা আছে কি না।[১]

তাঁহারই সময়ে, বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে, সাধারণ শিক্ষায় ড্রয়িং প্রবর্ত্তিত করেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে খ্রীঃ ১৮৮৯ অব্দে তিনি স্বীয় ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক পরীক্ষোত্তীর্ণগণের মধ্যে তিন জনকে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকার রাজকীয় বিদ্যালয়ের ড্রয়িং শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেন। সেই অবধি ক্রমেই ড্রয়িং সর্ব্বত্র সাধারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইতেছে।

খ্রীঃ ১৮৯০ অব্দের শেষভাগে স্বর্গীয় প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে 'Indian Association for the Promotion of Fine Arts" নামে একটী শিল্প সভা স্থাপিত হয়। ভারত সভা গৃহে উহার প্রথম অধিবেশন হয়, উহাতে প্রসিদ্ধ চিত্রকর স্বর্গীয় গঙ্গাধর

দে মহাশয়* সভাপতি এবং বাগচী মহাশয় সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্রমথ নাথ সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক হন। নবিনর্ম্ম প্রমুখ ভারতের সকল শিল্পীই ইহার সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে বাগচী মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। কিন্তু সভা দুই বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া লুপ্ত হয়।

খ্রীঃ ১৮৯৩ অব্দে বাবু মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে 'ভারতীয় শিল্প সমিতি' সংস্থাপিত হয়, তাহাতে গঙ্গাধর বাবু সভাপতি হন। বাগচী মহাশয়ের ইহাতে সহানুভূতি থাকিলেও নানা কারণে যোগদান করিতে পারেন নাই। এই সভা হইতে খ্রীঃ ১৮ ৫ অব্দে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল' স্থাপিত হয়, তাহার পর ঐ সভার বিশেষ কোনও অধিবেশন হয় নাই।

খ্রীঃ ১৮৯৫ অব্দে মহাত্মা [illegible] শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটী লইয়া বিলাত গমন করিতেছিলেন।

* দে মহাশয় বাগচী মহাশয়ের অপেক্ষা প্রাচীন ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর মধ্যে পাশ্চাত্য অনুকরণে শিল্প শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

পথেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। এ সংবাদে তাঁহার ছাত্রগণ যে কি পর্য্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না।

তিনি ছুটী লইয়া যাইবার সময়ে, তাঁহার সহকারী মিঃ নিকার্ডিট তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও তিনি কিছুদিন বাগচী মহাশয়ের সাহায্যে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ ১৮৯৬ অব্দে মিঃ ই, বি হাবেল (E. B Havell) শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্যভার গ্রহণের পর স্থির করিলেন, এদেশে পাশ্চাত্য রীতিতে চিত্রবিদ্যা শিখাইবার প্রয়োজন নাই। এমন কি রীতিমত অয়েলপেন্টিং প্রভৃতি শিখাইবারও কোনও প্রয়োজন নাই। তদনুসারে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী পুনর্গঠিত করিয়াছেন এবং গ্যালারিতে, পাশ্চাত্য শিল্পিগণের চিত্রগুলিও ছাত্রগণের আদর্শরূপে থাকা উচিত নয় মনে করিয়া সেগুলিকেও না কি স্থানান্তরিত করিয়াছেন। নূতন গ্যালারি গৃহ গঠিত হইলেই তাঁহার পরিবর্ত্তন আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইব।

খ্রীঃ ১৯০৫ অব্দের মে মাস হইতে বাগচী মহাশয় এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বিনাড্ডি ও [illegible] অসুস্থ হন। ঐ বৎসর ১০ই জুন, বঙ্গের চিত্রশিল্পীগণ মিলিত হইয়া একটি সমিতি স্থাপন মানসে এক সভা করেন। উদ্দেশ্য কলিকাতার শিল্পীগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহায্যোপযোগী ভাবে শিল্পের উন্নতি সাধন করেন এবং প্রতি বৎসর একটি করিয়া শিল্প প্রদর্শনী করিবেন। এই সভায় বাগচী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক সহানুভূতি সূচক এক পত্র প্রেরণ করেন। আমরা তাঁহার সেই পত্রখানি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

২৩ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১০-৬-০৫

কল্যাণবরেষু

আমার শরীর অসুস্থ হওয়াতে, অদ্যকার মিটিংএ উপস্থিত হইতে পারিলাম না। সেজন্য আমি বিশেষ

দুঃখিত আমি এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করি ভবিষ্যতে আমি উপস্থিত হইবার আশা করি

(স্বাঃ) শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বাগচী

ঐ সঙ্গে সভা কিরূপে পরিচালিত হওয়া উচিত, এতৎসম্বন্ধে তাঁহার যাহা অভিপ্রায় তাহাও নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে

'প্রতিমাসে অন্ততঃ একদিন সমিতির সভ্যগণ মিলিত হইয়া শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠ করিবেন ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সভ্যগণ স্ব স্ব স্কেচ্ উপস্থিত করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমিতির পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও চিত্রাদি নির্ব্বাচন করিবেন এবং পরবারের অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারিত করিবেন

সমিতি হইতে একটি শিল্প পুস্তকালয় স্থাপন করিতে হইবেক তাহাতে প্রত্যহই নির্দ্ধারিত সময়ে সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া শিল্প সম্বন্ধীয় পত্রিকাদি পাঠ করিতে পারিবেন এবং শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রয়োজন মত বাটীতে লইয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবেন

সমিতিতে একটি স্কেচিং পার্টি (Sketch ng party) থাকিবে যিনি যাহা কিছু স্কেচ্ করিবেন বা অঙ্কিত করিবেন, তাহা নিয়মিত অধিবেশনে আনয়নপূর্ব্বক আলোচনা করিবেন পরস্পর প্রতিযোগীতা দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় অঙ্কিত করিয়া,

আপন যাহা উপযুক্তকে উৎসাহিত করিবেন। ঐ সকল বিষয়ের পাণ্ডুলিপি সমিতির শিল্প পত্রে প্রকাশিত করিবেন।

সমিতি হইতে শিল্প সম্বন্ধে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবেক তাহাতে শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি ও প্রাচীন শিল্পীগণের এবং নব্যগণের চিত্রাদির প্রতিলিপি ও সমালোচনা প্রকাশিত হইবেক

সমিতির সভ্যগণের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে যথা কথা সভাব উদ্দেশ্য To encourage Fine Arts To create taste for Fine Arts and to make market for the Artists

এ দেশের জন্য একটি আদর্শ শিল্প বিদ্যালয় করাও সমিতির একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত

এই সমিতি ও তৎসংলগ্ন পুস্তকালয় গ্যালারি বিদ্যালয়াদির একটি স্বতন্ত্র বাটি প্রয়োজন। কারণ ঐ উপলক্ষে নির্ম্মিত গৃহ ব্যতীত অন্যত্র ঐ সকল সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় এ জন্য একটু বিশেষ চেষ্টাপূর্ব্বক এককালীন সাহায্য সংগ্রহ প্রয়োজন কিন্তু উহা ত একদিনে হইবার নহে

সমিতি হইতে একটি Art Gallery স্থাপন পূর্ব্বক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রাচীন শিল্পীগণের শিল্পানুকৃতি রক্ষা করিতে হইবেক কারণ তাহাই নব শিল্পীর উন্নতির প্রধান উপাদান

বর্ষে বর্ষে শিল্প প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে ভারতের নানাস্থানের শিল্প সম্মিলন করিতে হইবেক, এবং গুণানুসারে পারিতোষিক

প্রদানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপাধি দানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও মন্দ হয় না।

উপযুক্ত ছাত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া সুশিক্ষিত করাও ভাল।

এই সকল কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা চাই, নাহিলে শুধু কথায় কিছু হইবে না।

সভায়, বাবু অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতি হইয়া ছিলেন। ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু পরেশনাথ সেন, বাবু নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু নলিনীগোপাল গোস্বামী সবকমিটি রূপে নির্দ্ধারিত হন। তৎপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে, ঐ ভাবি সভার নাম স্থির হয় "বঙ্গীয় কলা সংসদ" এবং ইহার নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়।

তৎপরে ১৬ই সেপ্টেম্বর বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে "বঙ্গীয় কলা সংসদের" প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহু শিল্পী ও শিল্প শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় প্রসিদ্ধ শিল্পী বাবু উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ সভাপতি হন। স্থির হয়

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় উহার স্থায়ী সভাপতি হইবেন বাবু জলধিকুমার মুখোপাধ্যায় হইবেন সহকারী সভাপতি, বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, সহযোগী ও সহকারী সম্পাদক যথাক্রমে বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ও বাবু রণদাপ্রসাদ গুপ্ত এবং বাবু বরদাপ্রসাদ দত্ত, বাবু রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যামিনী প্রকাশ গাঙ্গুলী, বাবু রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলি, বাবু ননীগোপাল গোস্বামী, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বাবু হরিনারায়ণ বসু ও বাবু পরেশনাথ সেন কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য কিন্তু বাগচী মহাশয়কে আর সভাপতিত্ব করিতে হয় নাই

দ্বাদশ অধ্যায়।

সমাপ্তি। খ্রীঃ ১৯০৫ অব্দ

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে আমরা অনেক দুঃখে বলিয়াছি বাগচী মহাশয়কে কলা সংসদের' সভাপতিত্ব করিতে হয় নাই কারণ আমরা মনে করিয়াছিলাম

তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইলে ঐ সমিতি সুফল প্রদানে সমর্থ হইবেক কিন্তু হায় তিনি আর অধিকদিন এ সংসারে রহিলেন না।

বাগচী মহাশয় ও মিঃ ডি সাহেব পেন্সন গ্রহণের পর বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী অধ্যক্ষ এবং বাবু হরিনারায়ণ বসু বাগচী মহাশয়ের পদে, প্রধান শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কারণ সেই সময়ে লাইফ ক্লাসের শিক্ষক বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। হাবেল সাহেব পীড়া নিবন্ধন ছুটী লওয়াতে এক্ষণে বাবু অবনীন্দ্রনাথ প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইয়াছেন ইং: পূর্ব্বে কোনও বঙ্গবাসী এরূপ পদ প্রাপ্ত হন নাই

২৩শে জুলাই, ৭ই শ্রাবণ রবিবার বাগচী মহাশয়ের একমাত্র পৌত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহার বিয়োগে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন ; এমন কি স্ত্রীলোকের ন্যায় যখন তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন এক মাস অতীত হইতে না হইতে তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সেটিকেও তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন,

এইরূপ উপর্য্যুপরি শোক পাওয়াতে তাঁহার মন কিছু উদাস হইয়া পড়ে তাঁহার ঐ ভাব দূর করিবার জন্য বন্ধুগণ বিশেষ সচেষ্ট হন একটি বন্ধু তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন প্রাতঃ সূর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণে সমুদ্ভাসিত দিক সমূহ তাঁহার প্রাণে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিদান করিত ১২ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃ ভ্রমণ সময়ে সহসা পায়ে একটু বেদনা অনুভব করেন পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে একটি জুতার বড়া হইয়াছিল, ১৩ই উহাতে অস্ত্রোপচার করিবার প্রয়োজন হয় তৎপর দিন ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হয়। প্রবল জ্বর

তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র যাদবচন্দ্র, দেড় বৎসর কাল ক্ষয় রোগে ভুগিতেছিলেন পীড়িত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যহই তাঁহার সম্বাদ লইতেন যেদিন বাগচী মহাশয় শয্যাগত হন, সেই দিন—সেই ১৪ই আশ্বিন শনিবার যাদব বাবুর মৃত্যু হয় দেবেন্দ্রনাথ যাদব বাবুর সৎকারার্থ গমন করিলেন বাগচী মহাশয় দুই চারিবার দেবেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান করিলেন, বটীর



স্বর্গীয় যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অপর লোকে বলিলেন দেবেন্দ্র ঘুমাইয়েছে তিনি জিজ্ঞাসিলেন যাদব কেমন আছে? সকলে বলল "ভাল আছেন"—তিনি বলিলেন 'আমার মন অন্যরূপ বলিতেছে তা থাক ও কথা আমার আর শুনিবা কাজ নাই" তৎপর দিনও প্রবল জ্বর। ১৬ই আশ্বিন বেলা ১ টার পর হইতে একপ্রকার অচ্ছন্ন ভাব মধ্যে মধ্যে পৌত্রটির নাম করিয়া বলেন উহাকে 'ছাড়িও না।" কেহ 'ওরূপ করিয়া আছেন কেন?" জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "নজের ধান্ধায় আছি।" ১৭ই প্রাতে ডাক্তার আসিলে তাঁহার সহিত অনেক রহস্য বিদ্রূপ করিলেন ঐ দিন বেলা চারিটার সময় দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন 'শুনিতেছ কি কত সঙ্গীত কত বাদ্য—কেমন সুমধুর ধ্বনি।" বাটীর সকলে উহা প্রলাপ মনে করিয়াছিল কিন্তু একটু পরে যখন দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে ঔষধ দিতে গেলেন তিনি বলিলেন "আর কেন? গঙ্গাজল দাও" তাঁহার পুত্র নগেন্দ্রনাথ কাঁদিয়া উঠিল তিনি বলিলেন 'কাঁদিও না কাঁদিয়া ফল কি?" দুই বার গঙ্গাজল দিবার পর

তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। এ নশ্বর জগতে তাঁহার নামের স্মৃতি মাত্র রহিল।

তিনি যে সমুদায় চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজের স্বর্গীয় অধ্যাপক বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিকৃতি বার্লি টমসন হলে আছে। মহাত্মা লর্ড রিপনের একখানি প্রতিকৃতিও ঐখানে আছে। ডাক্তার ম্যাকলাউডের প্রতিকৃতি মেডিকেল কলেজে আছে। এতদ্ব্যতীত জঙ্গিপুরের জজ আদালতে, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আফিসে, টাউন হলে তাঁহার হস্তাঙ্কিত প্রতিকৃতি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল এবং কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে যে সকল চিত্র আছে তাহার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ফলে তিনি যে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন একথা সর্ববাদী সম্মত।

বিজ্ঞাপন।

আলোক-চিত্রণ, ফটোগ্রাফি-শিক্ষার প্রথম পুস্তক, তৃতীয় সংস্করণ। ইহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছুই বলিতে হইবে না সংবাদপত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত; মূল্য ৫ আনা

ছায়া-বিজ্ঞান, ফটোগ্রাফি শিক্ষার দ্বিতীয় পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবার ইহাতে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে মূল্য ॥

১৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, বহুবাজার, কলিকাতা

শিল্প ও সাহিত্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১ শিল্প ও সাহিত্যের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সর্বত্র ১।০ টাকা মাত্র।

২ কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্তন করিলে আমাদের জানাইতে হইবে, নতুবা পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে গোলযোগ হইলে আমরা দায়ী নহি

৩ চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, বিনিময় পত্রাদি সমুদায় ও সমালোচ্য গ্রন্থ সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিল্প ও সাহিত্যে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম

১। প্রত্যেকবার প্রতি ইঞ্চ ৫ আনা, এক বৎসরের চুক্তিতে প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেকবার ৩৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম ২৲ টাকা মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় হার দেড়গুণ, চতুর্থ পৃষ্ঠার হার দ্বিগুণ। চুক্তির টাকা অগ্রিম দেয়।

২। তিন সংখ্যার পর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা হয়

১৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা